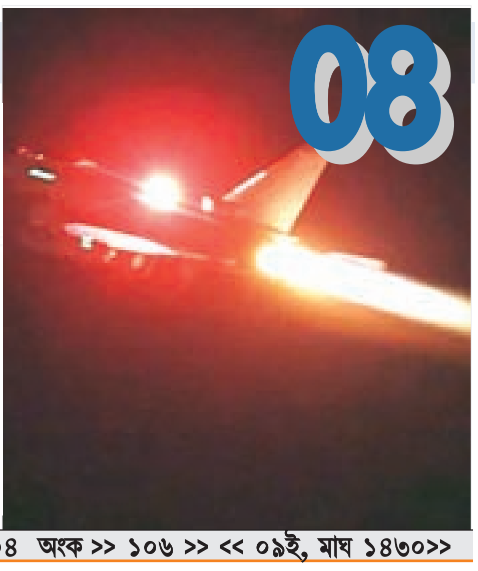

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>106 >> 09 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১০৬ >> << ০৯ই, মাঘ ১৪৩০>>

বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলা ঃ মধ্যরাতে আত্মসমর্পণ ১১ জনের

গোধরা ঃ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বিলকিস বানো গণধর্ষণ কাণ্ডের ১১ জন অপরাধী আত্মসমর্পণ করেছে। রোববার রাতে গুজরাটের গোধরা জেলে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অপরাধীরা। বিলকিস কাণ্ডে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া ১১ জনকে মুক্তি দিয়েছিল গুজরাট সরকার। পরে সুপ্রিম কোর্ট তাদের কারাগারে ফিরে যাবার নির্দেশ দেয়। গত ৮ জানুয়ারিএ নির্দেশ দেয় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানায়, রোববার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ দুটো ব্যক্তিগত গাড়িতে গোধরা জেলের সামনে হাজির হয় বিলকিস বানো মামলার ১১ অপরাধী। রোববারই তাদের আত্মসমর্পণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার শেষ হওয়ার কথা ছিল। গত ৮ জানুয়ারি ১১ জনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়ার সময় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, গুজরাট সরকারের ওই সিদ্ধান্ত এক্তিয়ারের বাইরে। অপরাধীদের কয়েক জন সুপ্রিম কোর্টের কাছে আর্জি জানান, আত্মসমর্পণ করার জন্য তাদের আরো কিছুটা সময় দেওয়া হোক। কেউ দাবি করেন, তিনি অসুস্থ। কেউ আবার ছেলের বিয়ের কারণ দেখান। আরেকজন আবার কৃষিকাজ সংক্রান্ত কারণ দেখিয়ে সময় চেয়েছিলেন আদালতে। কিন্তু তাদের আর্জি ধোপে টেকেনি।

বাজার দর

SENSEX	70370.55 -1053.10
NIFTY	21238.80 -333.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
20.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.29 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.31 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

গাজার 'মানবিক পরিস্থিতি' এর চেয়ে খারাপ হতে পারে না, বলেছেন বোরেল

গাজা ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেল সোমবার বলেছেন, ইসরাইল যেভাবে গাজা ভূখণ্ডে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, তা ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে ঘৃণার বীজ বপন করে যাচ্ছে। ইইউ মন্ত্রীরা সোমবার ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইল কাটজ এবং ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের শীর্ষ কূটনীতিক রিয়াদ আল মালিকির সাথে পৃথকভাবে আলোচনার আয়োজন করেন। এসব বৈঠকের আগে জোসেপ বোরেল এ কথা বলেন। বোরেল সংবাদদাতাদের বলেন, হামাস কী, হামাস কী করেছে, তা আমাদের মনে আছে। অবশ্যই আমরা তাদের কার্যক্রম প্রত্যাখ্যান করি এবং এর নিন্দা জানাই। তিনি আরো বলেন, শুধুমাত্র সামরিক উপায়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আর, বিশেষ করে, যেভাবে এই সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, তাতে একেবারেই সম্ভব নয়। পশ্চিমা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা গাজায় বেসামরিক ব্যক্তিদের হতাহতের বিষয়ে সমালোচনায় সরব, তাদের মধ্যে বোরেল অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বোরেল বলেন, মানবিক পরিস্থিতির এর চেয়ে আর খারাপ হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, এখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার কোনো ভাষা নেই। শত সহস্র মানুষ নিঃস্ব, আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, চিকিৎসাহীন আর, বোমা হামলার শিকার হচ্ছে তারা। প্রতিদিন অসংখ্য বেসামরিক মানুষ নিহত হচ্ছে। ইসরাইল বেসামরিক নাগরিকদের বিপদে ফেলার জন্য হামাসকে দায়ী করেছে। তারা বলেছে, জঙ্গি গোষ্ঠীটি ইচ্ছাকৃতভাবে আবাসিক এলাকায় এবং মাটির নিচে সুড়ঙ্গ নেটওয়ার্কে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সোমবারও গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। এই দিনে, গাজার উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে হামাস জঙ্গিদের লক্ষ্য করে ইসরাইল বিমান হামলা পরিচালনা করেছে। গাজা ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খান ইউনিসে বিমান হামলা হয়েছে সেখানে ভয়াবহ লড়াই হয়ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেট সোসাইটি বলেছে, ইসরাইলি সেনারা সংস্থাটির অ্যাম্বুলেন্স কেন্দ্র ঘেরাও করে রেখেছে। এ কারণে, তাদের অ্যাম্বুলেন্স খান ইউনিসে আহতদের কাছে পৌঁছাতে পারছে না। রবিবার ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধ শেষ করার জন্য হামাসের দেয়া একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। হামাস রবিবার ইসরাইলের ওপর তাদের সন্ত্রাসী হামলার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছে তবে, নিজেদের দোষ স্বীকার করেছে। আর, তারা গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসন বন্ধ করার আহবান জানিয়েছে।

রাহুল গান্ধীর যাত্রায় বিজেপি সরকারের বাধার অভিযোগ

গুয়াহাটি (এজেন্সী) ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর যাত্রা আটকে দেয়ার অভিযোগ। রাহুল ও তার যাত্রাকে মঙ্গলবার গুয়াহাটি শহরে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

এর আগে ভারতজোড়ো যাত্রা নিয়ে কোনো অভিয়োগ ওঠেনি। কিন্তু এবার লোকসভা ভোটের আগে ন্যায় যাত্রায় বেরিয়েছেন রাহুল গান্ধী। যাত্রা শুরু হয়েছে মণিপুর থেকে। এখন তা আসামে। কিন্তু আসামে রাহুলের যাত্রায় বারবার প্রশাসনের বাধা দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। করছেন রাহুল গান্ধী নিজে ও তার দল কংগ্রেস।

সোমবার রাহুল নওগাঁওতে একটি মন্দিরে যেতে চান। কিন্তু তাকে সেই মন্দিরে যেতে দেয়া হয়নি। রাহুল তখন মাটিতে বসে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। সমর্থকরা রঘুপতি রাঘব গাইতে থাকেন। মঙ্গলবার তার গুয়াহাটিতে যাত্রা করার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন জানিয়ে দেয়, গুয়াহাটির ভিতরে যাত্রা করা যাবে না। কারণ, মঙ্গলবার কাজের দিন। যাত্রা করা হলে শহরের ভিতরে প্রবল যানজট হবে। তাই যাত্রা করতে দেয়া হবে না। জাতীয় সড়ক দিয়ে যাত্রা লোয়ার আসামের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে পাঁচ হাজার কংগ্রেস কর্মীসমর্থক নিয়ে রাহুলের ন্যায় যাত্রা গুয়াহাটি শহরের ভিতরে ঢুকতে চায়। কিন্তু পুলিশ বাধা দেয়। কংগ্রেস কর্মীরা ব্যারিকেড সরিয়ে দিয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে তাদের ধাক্কাধাক্কি হয়। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। তারা রাহুল গান্ধীর যাত্রাকে কিছুতেই শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়নি।

রাহুল বলেছেন, ''কিছুদিন আগে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা ও বজরং দল এই রাস্তা দিয়ে মিছিল করে গেছে। তখন তাদের আটকানো হয়নি। আমাদের আটকে দেয়া হলো। আমরা ব্যারিকেড সরিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা আইন ভাঙিনি। তবে আমাদের দুর্বল ভাববেন না। কংগ্রেস কর্মীদের শক্তি যথেষ্ট।''

রাহুল বলেছেন, ''মেঘালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আমার মতবিনিময়ের অনুষ্ঠান ছিল। তার অনুমতি দেয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষ আমার সঙ্গে পড়ুয়াদের দেখা করতে দেয়নি। পড়ুয়ারা এখন আসাম মেঘালয় সীমান্তে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছেন।''

রাহুল বলেছেন, ''কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আমার আবেদন, বিজেপি আরএসএসের থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা আসামে তাদের হারাবো। আমি জানি, পুলিশ কর্মীদের বলা হয়েছে আমাকে ঢুকতে না দিতে। ওরা ডিউটি করছেন। কিন্তু ন্যায় হওয়া দরকার। আমরা আপনাদের সঙ্গে লড়তে আসিনি। আমরা দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে লড়তে এসেছি।''

কংগ্রেসের অভিযোগ, আসামে ঢোকার পর থেকে বারবার ন্যায় যাত্রায় বাধা দিচ্ছে রাজ্য সরকার।

হিমন্ত বলেছেন, ''কংগ্রেস কর্মীদের বলছি, আমি আপনাদের নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে উসকানি দেয়ার জন্য পুলিশকে মামলা করতে বলেছি। আপনারা যে ভিডিও ফুটেজ দিয়েছেন, তাতেই উসকানি দেয়ার প্রমাণ আছে।''

তিনি বলেছেন, ''আসামের মানুষ শান্তিপূর্ণ। নকশালি কায়দায় ঝামেলা করার ঘটনা আসামের সংস্কৃতিতে নেই।'' অসমিয়া প্রতিদিনের দিল্লির ব্যুরো চিফ আশিস গুপ্ত ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''রাহুলের যাত্রায় প্রচুর মানুষকে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রচুর সংখ্যায় নারীরা যোগ দিচ্ছেন। সেটা সম্ভবত হিমন্ত বিশ্বশর্মারা প্রত্যাশা করেননি। তাই এইভাবে যাত্রায় বাধা দেয়া হচ্ছে।''

ভোট চাইতে গিয়ে প্রতিশ্রুতির বন্যা নওয়াজ শরীফের

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তান পৌঁছে নির্বাচনি প্রচার শুরু করে দিয়েছেন নওয়াজ শরীফ। অর্থনীতিকে আবার চাঙা করার কথা বলে ভোট চাইছেন তিনি।

সোমবার একটি জনসভায় নওয়াজ বলেছেন, পাকিস্তানকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে গেলে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। শরীফের দাবি, তিনিই এই কাজ সুচারুভাবে করতে পারেন।

নওয়াজ শরীফ বলেছেন, ''২০১৩ সালের পর আপনাদের সামনে আসতে পেরে আমার ভালো লাগছে। কিন্তু যখন দেশের আর্থিক অবস্থা দেখছি, তখনই আমার এই আনন্দ চলে যাচ্ছে। দেশ একটা আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসাটা বড় চ্যালেঞ্জ।''

নওয়াজের দাবি, ''যদি পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ তার বিরুদ্ধে রায় না দিত, তাহলে দেশের এই অবস্থা হত না। আমি এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে ঘুরে দাঁড় করাতে পারব। আমি ক্ষমতা ছাড়ার পর থেকে দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণহীন জায়গায় পৌঁছে গেছে।''

নওয়াজ জানিয়েছেন, ''আমি এখানে নির্বাচনে লড়তে এসেছি। আপনাদের ভোট ভিক্ষা করতে এসেছি। দেশের সমৃদ্ধি চাইলে আমাকে ভোট দিন।'' ইমরানের নাম না করে দেশের অর্থনীতির বেহাল অবস্থার জন্য সাবেক ক্রিকেটার প্রধানমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন নওয়াজ। তিনি বলেছেন, ''আমি যখন জেলে ও লন্ডনে ছিলাম, তখন দেশকে লুট করা হয়েছে।'' নওয়াজ বলেছেন, তিনি ক্ষমতায় এলে দেশের কোনো তরুণ বেকার থাকবেন না। সকলে কম দামে বিদ্যুৎ, জল, গ্যাস ও সবজি পাবেন।

ডনাল্ড ট্রাম্প আরেকটি রিপাবলিকান প্রেসিডেনশিয়াল মনোনয়নের বিজয়ের দিকে

নিউ হ্যাম্পশায়ার ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাবার পথে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন বলে মনে হচ্ছে। জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে, মঙ্গলবারের রিপাবলিকান দলের প্রাথমিক নির্বাচনে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নিউ হ্যাম্পশায়ারে তিনি যথেষ্ট এগিয়ে আছেন। রবিবার ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস তার প্রার্থিতার সমাপ্তি ঘোষণার পর ট্রাম্প নিউ হ্যাম্পশায়ার এবং সামগ্রিক প্রতিযোগিতা, উভয় ক্ষেত্রেই উৎসাহ পেয়েছেন।

ট্রাম্পের একজন গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হবেন, এমন প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন ডিস্যান্টিস। মনোনয়নের দৌড় থেকে তার প্রস্থানের ফলে এখন প্রাধান দুজন রিপাবলিকান প্রার্থী হলেন ট্রাম্প এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার প্রাক্তন গভর্নর নিকি হেইলি। রবিবারের নতুন একটি সিএনএন জরিপে দেখা গেছে, নিউ হ্যাম্পশায়ারের সম্ভাব্য ভোটের ৫০ শতাংশ ট্রাম্প পেতে যাচ্ছেন, যা সহজেই জাতিসংঘে ট্রাম্পের এক সময়ের রাষ্ট্রদূত নিকি হ্যালির ৩৯ শতাংশকে টপকে গেছে। ডিস্যান্টিস পাচ্ছেন ৬ শতাংশ। অন্যান্য সংবাদ সংস্থাগুলোর সাম্প্রতিক জরিপের সাথে এই সমীক্ষার ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সপ্তাহান্তে ট্রাম্প আর হেইলির মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় চলতে থাকে। সে সময় ডিস্যান্টিস দক্ষিণ ক্যারোলিনা সফর করেন এবং হোয়াইট হাউসের জন্য তার প্রচারণা সমাপ্ত করার আগে নিউ হ্যাম্পশায়ারে ফিরে এসেছিলেন।

সাউথ ক্যারোলিনার পার্টি প্রাইমারির আর এক মাসের কিছু বেশি সময় বাকি আছে। কিন্তু ট্রাম্প এই সপ্তাহান্তে হ্যালির নিজ রাজ্যে তার অবস্থানের অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। সাউথ ক্যারোলিনার এক গুচ্ছ কর্মকর্তা, যারা ট্রাম্পকে সমর্থন করছেন, তারা ট্রাম্পের পক্ষে কথা বলার জন্য ১,৩০০ কিলোমিটার (প্রায় ৮০৭.৮ মাইল) দূরে অবস্থিত নিউ হ্যাম্পশায়ারে চলে আসেন। ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনের কাছে ২০২০ সালে তার পুনঃনির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর, ট্রাম্প হোয়াইট হাউস পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছেন। জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, উভয়েই আরেকবার মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিজ নিজ দল থেকে মনোনয়ন পেতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ভোটার বলছেন, এমনটা হোক তারা চান না, তবে এটি অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে।

অনুষ্ঠান

সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে ওই জায়গা হিন্দুদের হাতে তুলে দেয় এবং মুসলিমদের আলাদা জমি দেওয়ার নির্দেশ দেয়

অযোধ্যা রাম মন্দিরঃ ধর্মীয় আবেগে নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী যাত্রা শুরু?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী)ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জাঁকজমকপূর্ণ এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দু দেবতা রামের বিশাল মন্দির সে দেশের এমন এক স্থানে সোমবার উদ্বোধন করা হলো যেস্থানকে রামের জন্মভূমি বলে বিশ্বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই অনুষ্ঠান হল লোকসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে, যখন নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় ফেরার জন্য লড়াই করবেন। বিগত ৩৫ বছর ধরে মোদির হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) মূল প্রতিশ্রুতি ছিল তারা রাম মন্দির নির্মাণ করবে। এই বিতর্কিত রাজনৈতিক ইস্যুটি বিজেপিকে বিশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করেছিল। হিন্দু গোষ্ঠীগুলি ভারতের উত্তরাঞ্চলের শহর অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে মুসলিম ও ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা কয়েক শতক অবদমিত থাকার পর হিন্দু জাগরণের শিখর হিসেবে তুলে ধরছে। চলতি বছরের মে মাসের মধ্যে হতে চলা লোকসভা নির্বাচনের জন্য গভীরভাবে ধার্মিক মোদির পুনর্নির্বাচনের প্রচারের এক ধরনের সূচনা হিসেবেও দেখা হচ্ছে এই ঘটনাকে।

মন্দিরের স্থান নিয়ে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে কয়েক দশক ধরে তিক্ত লড়াই চলেছে। উভয় পক্ষই দাবি করেছে যে, ওই বিতর্কিত জায়গা তাদের। এক দল হিন্দু জনতা ১৯৯২ সালে ষোড়শ শতকের একটি মসজিদকে ধ্বংস করে দেওয়ার পর ওই স্থান সহিংসতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা বলছে, ওই স্থান ভগবান রামের জন্মভূমি। মুসলিম মুঘলরা ১৫২৮ সালে মন্দির ভেঙে সেই জায়গায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের বহু আগে থেকেই ওই স্থান তাদের কাছে পবিত্র। সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯ সালে ওই জায়গা হিন্দুদের হাতে তুলে দেয় এবং মুসলিমদের আলাদা জমি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সোমবার এই মন্দিরের উদ্বোধনের আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মোদি। বিজেপি ও তার সহযোগী দলগুলির হাজার হাজার সদস্য, ধর্মীয় নেতা, দেশের নানা প্রান্ত থেকে অগণিত ভক্তরা অযোধ্যায় ওই দিন সমবেত হয়। ভারতের বেশ কয়েকজন শীর্ষ শিল্পপতি, চিত্রতারকা ও ক্রীড়াব্যক্তিত্বকেও রামমন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন আমন্ত্রিত হয়েছিলো বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

রামমন্দির উদ্বোধনের আগে ১১ দিন ধরে বিশেষ আচার পালন করেছেন মোদি। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স এ বলেন, প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় ভারতের সকল মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে ভগবান আমাকে একটা যন্ত্রী বানিয়েছেন। ভগবান রাম যখন মন্দিরে নিজের স্থান গ্রহণ করবেন, সেই সময়কে ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে অভিহিত করেছেন মোদি। তিনি ভারতবাসীদের সোমবার সন্ধ্যায় নিজেদের বাড়িতে ও এলাকার মন্দিরগুলিতে আলো জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করতে অনুরোধ করেছেন। দীপালবলি আলোর উৎসব যা সাধারণত অক্টোবর নভেম্বরে পালিত হয়।

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের ক্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার পৃথ্বী দত্ত চন্দ্র শোভি বলেন, মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠাকে ধর্মীয় আচারের চেয়ে বেশি লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণার সূচনা বলে মনে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী একজন সম্রাটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে, যিনি একটি প্রধান ধর্মীয় আচারে যেন বলিদান দিচ্ছেন।

মন্দিরটি ৭০ একর (২৮.৩৩ হেক্টর) জমির মধ্যে ২.৬৭ একর (১.০৮ হেক্টর) জায়গা জুড়ে নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরের প্রথম অংশ সবে প্রস্তুত। দ্বিতীয় ও শেষ অংশ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে সম্পূর্ণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আনুমানিক খরচ ১৫ বিলিয়ন টাকা (১৮১ মিলিয়ন ডলার) এবং এর গোটাটাই দেশের মানুষের অনুদানের অর্থ।

রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে হিন্দুদের মধ্যে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে ভারত। বিভিন্ন মহল্লা ও বাজারে পবিত্র পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, বিশেষ উপাসনার আয়োজন চলছে এবং বিশাল পর্দায় সোমবারের অনুষ্ঠানের লাইভ সম্প্রচার দেখানো হচ্ছে। মন্দিরের উদ্বোধনকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে প্রধান বিরোধী কংগ্রেসসহ বড় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে। রামমন্দিরের উদ্বোধনকে একটি রাজনৈতিক ও মোদি ইভেন্টের রূপ দেওয়া হয়েছে বলে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে তারা।

মুসলিম গোষ্ঠীগুলি ২০১৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে খুশি নয়, যে রায়ে ওই জমিকে হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তবে তারা জানিয়েছে, তারা একে নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। প্রায় পাঁচ বছর পর তারা ইঙ্গিত দিয়েছে যে, এই বিষয় নিয়ে তারা আর ভাবিত নয়।

ইন্দো ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশনের প্রধান জুফার আহমাদ ফারুকি বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই মন্দিরের নির্মাণকাজ চলছে, তাই আমরা একে স্বাগত জানাই। আমার মনে হয় না মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও খারাপ ইচ্ছা রয়েছে। এই ফাউন্ডেশন রাম মন্দির থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার (১৫ মাইল) দূরে অযোধ্যাতেই একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করছে।

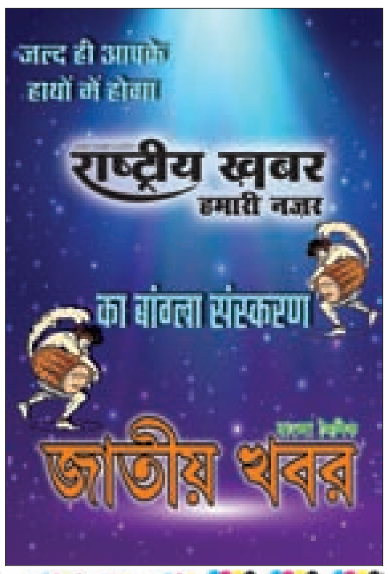

চান্ডিল মহকুমা স্তরের সর্বজনীন টুসু মিলন সমারোহ ২০২৪-এ বিপুল ভিড় জড়ো হল

এক লাখের বেশি মানুষ মেলা উপভোগ করেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ চান্ডিল মহকুমা স্তরের সর্বজনীন টুসু মিলন সমারোহ ২০২৪ নেংডিহে আয়োজিত হল। মেলায় ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য থেকে এক লাখেরও বেশি নারীপুরুষের ভিড় জড়ো হযল। মেলায় মনোহরপুরের তরুণ ঝুমুর সম্রাট রঞ্জিত মাহাতো, জনপ্রিয় ইউটিউব শিল্পী সুনিতা রানা ও লিপনী রানীর জনপ্রিয় গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। মেলার প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক বিশ্বরঞ্জন মাহাতো ওরফে কার্তিক মাহাতো জনতার উদ্দেশে বলেন, মেলা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে আমরা আমাদের অতীতকে স্মরণ করি। ভারতীয় সংস্কৃতি তার মেলা ও উৎসবের জন্য বিখ্যাত। টুসু মেলা ঝাড়খণ্ডের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব এবং অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দের সাথে উদযাপিত হয়। এ ধরনের মেলায় সংস্কৃতির নানা রূপ দেখা যায়। এই উপলক্ষে মেলার প্রতিষ্ঠাতা ও সংগঠক বিশ্বরঞ্জন মাহাতো ওরফে কার্তিক মাহাতো, বিজেপি চান্ডিলের প্রভারী প্রমুখ রামকৃষ্ণ মাহাতো, জেলা ইনচার্জ, মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই, জেএমএম বরিষ্ঠ নেতা সুখরাম হেমব্রম, সমাজকর্মী রাকেশ বর্মা, নিমডিহ মুখিয়া সংঘের সভাপতি বরুণ কুমার সিং, জে বি কে এস এস কেন্দ্রীয় সম্পাদক গোপেশ মাহাতো, বরিষ্ঠ নেতা তরুণ মাহাতো, সমাজকর্মী খগেন মাহাতো, দিলীপ মাহাতো, প্রাক্তন জিপ সদস্য অনিতা পরিত, মুখিয়া সুভাষ সিং, মুখিয়া প্রতিনিধি ভোলানাথ সিং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অষ্টম শ্রেণীর প্রতিবাদী ছাত্রীরকে গলা কেটে খুনের চেষ্টা চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মণ্ডল কে গ্রেফতার করলো পুরাতন মালদা থানার পুলিশ

মালদা ঃ অষ্টম শ্রেণীর প্রতিবাদী ছাত্রীরকে গলা কেটে খুনের চেষ্টা চালানোর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মণ্ডল কে গ্রেফতার করলো পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর বুধবার আদালতে যাওয়ার সময় ধৃত উজ্জ্বল মণ্ডল জানিয়েছে, প্রেমে প্রতারণার কারণেই সুদীপা স্বর্ণকারকে ভয় দেখানোর জন্যই এভাবে হামলা চালানো হয়। স্টিলের চাকু দিয়ে এদিন ওই ছাত্রীর উপর হামলা চালিয়েছিল সে। খুন করার পরিকল্পনা থাকলে সে লোহার চাকু দিয়েই ওই ছাত্রীর ওপর হামলা চালাতো।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকাল তিনটে নাগাদ মহিষবাথানি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটমাইল এলাকায় একটি বেসরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিলেন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী সুদীপা স্বর্ণকার (১৩) । সেই সময় উজ্জ্বল মণ্ডল নামে ওই এলাকারই এক যুবক চাকু নিয়ে ওই ছাত্রীর উপর হামলা চালায়। সুদীপার গলায় একাধিক চাকু দিয়ে একাধিক কোপ মারে। বর্তমানে ওই ছাত্রীর চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, এখনো সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে ওই ছাত্রী।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সারাদিন গাঢাকা দিয়েছিল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মন্ডল। এদিন রাত বারোটা নাগাদ পুরাতন মালদা থানার বুলবুলি মোড়ে মুখ ঢেকে গায়ে চাদর দিয়ে গাড়ি ধরতে এসেছিল অভিযুক্ত উজ্জ্বল মন্ডল। তার পরিকল্পনা ছিল বামনগোলা হয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর পালাবার। সেই সময় পুলিশ নজরদারি চালিয়ে বুলবুলিমোড় থেকে উজ্জ্বল মণ্ডলকে গ্রেফতার করে।

বুধবার আদালতে যাওয়ার সময় ধৃত উজ্জ্বল মণ্ডল জানিয়েছে, ওই ছাত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের প্রেম ছিল তার। কিন্তু এরই মধ্যে আরও এক যুবকের প্রেমে জড়িয়ে পড়ে সুদীপা। এমনকি তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের চেষ্টা চালায় সুদীপা। তিন দিন ধরে ওই ছাত্রী তার সঙ্গে কোন রকম কথাই বলছিল না। এরপরই প্রতিশোধ নিতেই তাকে এভাবে হামলা চালিয়ে ভয় দেখানোর পরিকল্পনা করেছিল সে।

পুলিশ জানিয়েছে, জখম অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীর বাবা সমিত স্বর্ণকার পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প উঠে এসেছে। এত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতায় পুলিশও কিছুটা হতবাক হয়ে গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত উজ্জ্বল মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা এবং পক্সো আইনে মামলা রুজু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। ধৃতকে এদিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনদিনের নিজেদের হেফাজতে চেয়ে মালদা আদালতে আবেদন জানিয়েছে তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

দিলীপ ঘোষ ইকোপার্ক মর্নিং ওয়াক ঃ কেন ২২ তারিখেই তৃণমূলের সংহতি মিছিল?

কলকাতা ঃ সব রামের ইচ্ছা। যারা চিরদিন জাতীয় সংহতির বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছে, তারাই সংহতি মিছিল করছে। এর থেকে বড় বিড়ম্বনা আর কিই বা হতে পারে। দেশে বা কেন্দ্রে যা অনুষ্ঠান হয়, তার সবসময় উনি বিরোধিতা করে এসেছেন। এটাকেই উনি রাজনীতি মনে করেন। তাই আজ উনি এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন, তার আলাদা জাতীয় সঙ্গীত চাই, আলাদা জাতীয় পতাকা চাই, আলাদা কোর্ট চাই, আলাদা পার্লামেঃট চাইবেন। যার চিন্তাভাবনার মধ্যে সংহতি নেই, তিনি যতই সংহতি যাত্রা করুন, কিছু হবে না।

রেল রাজ্য সংঘাত ঃ রেলের ৬০ টা প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে আটকে আছে উনি জমি দিচ্ছেন না বলে। বারাসাতের কাছে এসে জাতীয় সড়ক আটকে গেছে। রাস্তা রেল কিছুই করতে দেবে না। মমতা ব্যানার্জি কোনোদিন উন্নয়ন নিয়ে ভাবেন না। শুধু রাজনীতি নিয়েই ভাবেন।

এখনও অধরা শাহাজাহান শেখ। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ

সাধু সন্তদের ওপর আক্রমণ টাই ওদের রাজনীতি। কিছু দুস্কৃতি, যারা ওদের ভোট করায়, তাদের এসব কাজে প্রভোক করা হয়। তাদের শেল্টার দেওয়া হয়। তাই শাহাজাহান রা ধরা পড়েনা। বাঙালি হিসেবে বাইরে আমাদের মুখ দেখানো মুস্কিল হয়ে যায়।

রাহুলের ন্যায় যাত্রায় একাধিক ধর্মীয় স্থান

রামমন্দির কেবল বিজেপির নয়। সারা দেশের। সারা বিশ্বের। এটা ৫০০ বছরের স্বাভিমান। তার একটা সফল প্রতিফলন ঘটতে চলেছে ওই দিন। রাহুল গান্ধী সারা দেশ ঘরেন, দর্শন করেন, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু রামমন্দির হচ্ছে অযধ্যোয়। উনি মনিপুরে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন বুঝতে পারছি না। উনি কামাখ্যা দর্শন করুন। দ্বাদশ জ্যোতি লিঙ্গ ঘুরুন। তাহলে আর কোটের ওপর ওনাকে পৈতে পরে কিছুর প্রমাণ দিতে হবে না।

নবদ্বীপের কলেজে গোলমাল

তৃণমূল কোথাও বিরোধীদের কিছু করতে দেবেনা। করতে গেলে মারপিট করবে। হয় পুলিশ দিয়ে আটকাবে। নাহলে গায়ের জোরে বন্ধ করবে। আমাদের সংগঠনের ওপর সর্বত্র আক্রমণ চলছে। আর মুখে বলে বেড়াচ্ছে তারা গণতান্ত্রিক।

শাহাজান কে গ্রেফতারি প্রসঙ্গ

আদালত বলুক না বলুক শাহাজাহান কে এক্ষুনি গ্রেফতার করা উচিত। ও বহু লোককে খুন করেছে। বহু অত্যাচার করেছে। লুঠপাট করেছে। মুক্তাঞ্চল তৈরি করেছে। সমাজে এই ধরনের লোক থাকলে কোনোদিন মানুষ নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারবে না।

হকার নিয়ন্ত্রণের দাবিতে নিউমার্কেট চত্বরে সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে

নিউমার্কেট ঃ হকার নিয়ন্ত্রণের দাবিতে নিউমার্কেট চত্বরে সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে। আজ সকাল থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত প্রতিবাদ বন্ধ নিউমার্কেট এলাকায়। বন্ধের ডাক জয়েন্ট ট্রেডার্স ফেডারেশনের। হগ মার্কেট ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ নিউ মার্কেট চত্বরের দশটি ব্যবসায়ী সংগঠনের ডাকে এই বন্ধ। বারবার পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও রাস্তা এবং ফুটপাত সহ হেরিটেজ হক মার্কেটের আশেপাশে হকার নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। এরই প্রতিবাদে প্রতিকী বন্ধের ডাক ট্রেডার্স ফেডারেশনের।

হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশের পর তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে বসানো হলো সিসিটিভি ক্যামেরা

কলকাতা ঃ হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশের পর তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে বসানো হলো সিসিটিভি ক্যামেরা। গতকাল হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশ ছিল ওই বাড়িতে কাদের আনাগোনা তা গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বসাতে হবে সিসিটিভি। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই গতরাতেই সিসি ক্যামেরা বসানো হয় শেখ শাহজাহানের বাড়িতে।

২২ জানুয়ারি রাম লালার মন্দিরের উদ্বোধন হল

২২ জানুয়ারি রাম লালার মন্দিরের উদ্বোধন। আর সেই মন্দির উদ্বোধনের আগে ১৮-২১ জানুয়ারি দেশের সমস্ত মন্দির পরিসর পরিষ্কার করার আবেদন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আওহানে সারা দিয়ে ১৭ তারিখ থেকে জলপাইগুড়ি শহর এবং জেলার সমস্ত মন্দির পরিষ্কার করার কর্মসূচি ঘোষণা করল জেলা বিজেপির মহিলা সদস্যরা। বুধবার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কর্মসূচির ঘোষণা করলেন জেলা বিজেপি নেত্রী দিপা বণিক অধিকারী। এদিন তিনি জানান, আমরা জেলার সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দির সহ পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ছোট ছোট মন্দিরগুলোও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব। আমরা জেলার সকল মহিলাকে এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করবার আওহান জানাই।

পুলিশি হয়রানি , অনলাইনে মামলা দেওয়া এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে চালকদের অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার ও জরিমানার প্রতিবাদ জানিয়েই লরি মালিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো

মালদা ঃ পুলিশি হয়রানি , অনলাইনে মামলা দেওয়া এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে চালকদের অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার ও জরিমানার প্রতিবাদ জানিয়েই লরি মালিকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। মঙ্গলবার রাতে ইংরেজবাজার শহরের সাঁকোপাড়া এলাকার বাণিজ্য ভবনে ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটরস এসোসিয়েশনের উদ্যোগেই এই সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই একাধিক সমস্যার বিষয়গুলি তুলে ধরেন সংশ্লিষ্ট সংগঠনের কর্মকর্তারা । মালদা জেলার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ট্রাক মালিক সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছিলেন। ২৯ জানুয়ারি ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে কলকাতার ধর্মতলায় অবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। তার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয় সাংগঠনিক সভায়। সংগঠনের দাবি পুরনের লক্ষে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে আগামী ২৯ জানুয়ারি কলকাতার ধর্মতলা রানী রাসমণি রোডে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় সাংগঠনিক সভায়।

উপস্থিত ছিলেন, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক, ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বোস, সম্পাদক সজল ঘোষ, মালদা ট্রাক মালিক সংগঠনের সভাপতি বিশ্বজিৎ শেঠ, সম্পাদক সৌম্য প্রসাদ বোস সহ অন্যান্যরা।

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

কলকাতা ঃ অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবনের দেওয়া সেই বিবৃতিতে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকে ঐহিত্যমণ্ডিত ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। ২২ জানুয়ারিকে দেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ ঘটনার দিন বলেও উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে এ দিন রাজ্যে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই আবেদন করেছেন রাজ্যপাল।

অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজ্যের শান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস। শুধু তাই নয়, এ সংক্রান্ত কোনও ভুল বার্তার প্ররোচনার ফাঁদে না পড়তেও রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করেছেন তিনি। এ নিয়ে রাজ্যপালের বার্তায় লেখা হয়েছে, আমি আমার বাংলার ভাইবোনদের কাছে শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে উৎসবটিকে সুন্দর ও আলোকময় করে তোলার আহ্বান জানাই। বন্ধুরা, আমি সবাইকে সহনশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং ভুল তথ্যের শিকার হবেন না। আইন আপনার পক্ষে আছে। সামাজিক সংহতিকে উন্নীত করার জন্য মানুষের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে।

প্রসঙ্গত, অযোধ্যায় শ্রী রামের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে হয়েছে ছুটি বা অর্ধদিবস কাজের ঘোষণা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সে রকম কিছু হচ্ছে না। উল্টে রাজ্যের শাসকদলের নেতৃত্বে হবে সংহতি যাত্রা। যা নিয়ে বিজেপি নেতারা কটাক্ষও করেছেন তৃণমূলকে। এই পরিস্থিতিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে জন্যই রাজ্যপালের এই বার্তা বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

আমি প্রার্থনা করি তখন একটা ব্যাক্তির প্রার্থনা থাকে না। আজকে দিন রাম জি বাল্মীকি এবং সমাজ কে বলেন যে দেশদ্রোহী জঙ্গিদের থেকে তাদের রক্ষা করা

রাজ্যপাল ঃ আমি প্রার্থনা করি তখন একটা ব্যাক্তির প্রার্থনা থাকে না। আজকে দিন রাম জি বাল্মীকি এবং সমাজ কে বলেন যে দেশদ্রোহী জঙ্গিদের থেকে তাদের রক্ষা করা। রবীন্দ্র নাথ বলে ছিলেন বাংলার মাটি বাংলার জল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করে বলেন রাম আমাদের হৃদয় সঙ্গে যুক্ত আছেন সারা পৃথিবী সঙ্গে যুক্ত আছে রাম। আমাদের শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। আমার অনুভতির যে শেষমেশ অযোধ্যা রাম লালা স্থাপিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাম লালা স্থাপিত হয়েছে। যা কিছু যদি বাংলা কে এবং ভারত যে জুড়ে রেখে বা সম্প্রীতি বজায় থাকে তাহলে সেটা কে স্বাগত জানাচ্ছি বললেন রাজ্যপাল

শিলিগুড়িতেও সংহতি যাত্রা করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

শিলিগুড়ি ঃ সারা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও সংহতি যাত্রা করলো দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। সর্ব ধর্ম সমন্বয়কে সামনে রেখে এদিন সংহতি যাত্রা করল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বাঘাযতিন পার্ক থেকে মিছিলটি শুরু হয়। হাশমি চকের মসজিদ হয়ে সেভক মোড় দিয়ে গুরুদ্বারার সামনে দিয়ে মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে যোগ দেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ সহ বিভিন্ন সম্প্রদায় ধর্মের প্রতিনিধিরা।

বিএমবি ক্লাবের মাঠ থেকে এদিন সংহতি যাত্রা

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার বিএমবি ক্লাবের মাঠ থেকে এদিন সংহতি যাত্রা শুরু করল শাসক দল তৃনমূল কংগ্রেস।বক্সা ফিডার রোড ধরে সংহতি যাত্রা এসে পৌচ্ছায় কোর্টমোড়ে।পরে সেখানে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।সেখানে নে তৃত্ব রা বক্তব্য রাখেন।আর এই সংহতি যাত্রার সময় নেতা কর্মীদের শুনতে হয় জয় শ্রীরাম।

তৃনমুল কংগ্রেসের সংহতি যাত্রা

জলপাইগুড়ি। একদিকে জয় শ্রী রাম শ্লোগান। অপরদিকে তৃনমুলের সংহতি যাত্রা। ধর্ম যার যার উৎসব সবার। এই শ্লোগান কে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি জেলা তৃনমুলের সংহতি য়াত্রা জলপাইগুড়ি শহরে সোমবার বিকেলে। এদিন জেলা বিজেপি দপ্তরের পাশ দিয়ে তৃনমূলের মিছিল যাওয়ার সময় একদিকে জয় শ্রী রাম শ্লোগান অপরদিকে জয় বাংলা শ্লোগানে সরগরম জলপাইগুড়ি।

রামমন্দির সহ দেশের বিভিন্ন মন্দির সাজানোর কারনে রাজ্যে ফুলের দাম আকাশছোঁয়া। স্বভাবতই খুশি ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ীরা

কলকাতা ঃ উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রান প্রতিষ্ঠা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওই উপলক্ষে দেশের মধ্যে থাকা সমস্ত মন্দিরগুলিকে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সেই পরিপেক্ষিতে মন্দিরগুলি সাজানোর জন্য কলকাতার মল্লিকঘাট ফুলবাজার সহ রাজ্যের ফুলবাজারগুলিতে এক ধাক্কায় বিপুল পরিমাণে ফুলের চাহিদা দেখা দিয়েছে।ফলস্বরূপ রাজ্যের ফুলবাজারগুলিতে আজ ফুলের দাম আকাশছোঁয়া। মুলতঃ মন্দির সাজানোর জন্য গাঁদা চন্দ্রমল্লিকা রজনীগন্ধা গোলাপ ফুল সহ দেবদারু কামিনি অ্যাসপ্যারাস প্রভূতি বাহারী পাতার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সারা বাংলা ফুলচাষী ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, এমনিতেই মাঘ মাসে ৭ দিন বিয়ের লগন রয়েছে। আবার প্রথম ও দ্বিতীয় লগনের দিন হোল ২১ ও ২২ জানুয়ারী। ফলস্বরূপ বিয়ের পাশাপাশি মন্দির সাজানোর জন্য ব্যাপক পরিমাণে ফুলের চাহিদা থাকায় ফুলের দাম ঊর্ধ্বমুখী । অন্যদিকে এ রাজ্যের বিভিন্ন মন্দির সাজানোর জন্য যেমন ব্যাপক ফুলের প্রয়োজন, পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মন্দির সাজানো ও অযোধ্যায়ও এ রাজ্য থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ফুল যাওয়ায় দাম উর্দ্ধমুখী বলে ব্যবসায়ী সূত্রে জানা গেছে।

কংগ্রেসের ভারত জন ন্যায়যাত্রায় সাংসদ রাহুল গান্ধী আসছেন ফালাকাটা

আলিপুরদুয়ারঃ কংগ্রেসের ভারত জন ন্যায়যাত্রায় সাংসদ রাহুল গান্ধী আসছেন ফালাকাটায়। সেই উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ব্যানার লাগানো হচ্ছে গোটা শহর জুড়ে। জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ জানুয়ারি বিকেলে রাহুল গান্ধীর আসার কথা ফালাকাটায়। থাকবে ২৮ তারিখ পর্যন্ত ড তবে পরের দিন ২৬ জানুয়ারি দলীয় কার্যালয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারেন রাহুল। তখন কংগ্রেসের কয়েক হাজার নেতাকর্মী হাজির থাকবেন। ফালাকাটার বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পাশাপাশি বিশিষ্ট নাগরিকদেরও ডাকবে কংগ্রেস। এদিকে রাহুলের ওই কর্মসূচি নিয়ে এখন থেকেই সাজোসাজো রব কংগ্রেস শিবিরে। রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে রাম কথা পাঠ শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি গোশালায়।গত ২০ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মকান্ড। আজ সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিশেষ পূজা পাঠ। এরপর দিনভর নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ২৮ শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে রামকথা পাঠ বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা

ভগবান রামের বিশালাকার মূর্তিকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়িতে। অযোধ্যার রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই জলপাইগুড়িতেও ২২ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই রামের মূর্তিটির উদ্বোধন হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ সহ বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ ও গির্জার প্রধানদের নিয়ে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এখানে। জলপাইগুড়ি রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা উদযাপন সমিতির উদ্যোগে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিকভাবে তৈরি হয়েছে বিশালাকার এই রামের মূর্তি। শহরের বামনপাড়া এলাকার ৫ নম্বর রেল গুমটির পাশে নির্মিত ২২ ফুট উচ্চতার এই রাম মূর্তি দেখার জন্য সকাল থেকেই অনেক মানুষ ভিড় করছেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় এখানেও মূর্তিটির উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যে এই মূর্তিকে ঘিরে উন্মাদনা শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের মধ্যে। উদ্যোক্তাদের আশা এই মূর্তি দেখার জন্য লক্ষাধিক মানুষের ঢল নামবে। এই মূর্তিকে ঘিরে তিনদিনের বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শহরের বিশিষ্টজনদের নিয়ে রয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই উপলক্ষে শিশুদের নিয়ে একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। রামলালা প্রাণ প্রতিষ্ঠা উদযাপন সমিতির উদ্যোগে জলপাইগুড়ি শহরের পাঁচ নম্বর গুমটির বামনপাড়া এলাকায় তৈরি করা হয়েছে সুবিশাল রামের মূর্তি।

আজকের দিনটি

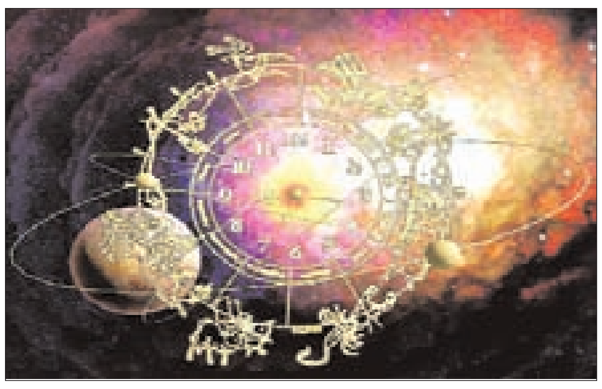

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

তৃতীয় লিঙ্গের অধিকার নিয়ে বিতর্ক ও শিক্ষামন্ত্রীর ‘জবাব’

ঢাকা ঃ ট্রান্সজেন্ডারদের এগিয়ে যাওয়া সমাজের বৃহত্তর অংশ ইতিবাচকভাবে নিলেও একটা অংশের ভিন্নমত রয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় তা প্রকাশিত। তবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ‘‘আইনত তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।’’

একটি সেমিনারে পাঠ্যবই নিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাব এর বক্তব্যের পর তৈরি হওয়া বিতর্কে তার পক্ষে এবং এলজিবিটি আ–দালনের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার প্রতিবাদে অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়টির একদল শিক্ষার্থী

গত কয়েক বছরে সমাজের নানা ক্ষেত্রে ট্রান্সজেন্ডার নারী পুরুষদের এগিয়ে যাওয়ার অনেক গল্পই বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনেও তাদের কেউ কেউ অংশ নিয়েছেন। এর বিপরীতে মাঝে মাঝেই উঠে আসে মানবাধিকার প্রশ্নে উদ্বেগের কারণ হওয়ার মতো ঘটনা। সর্বশেষ ঘটনাটি বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের আচরণ ও সেই আচরণের পরই তার চাকরিচ্যুতি নিয়ে। গত দু’দিন ধরে এটি বাংলাদেশের ভার্চুয়াল জগতে উত্তাপ ছড়াচ্ছে, যা ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠী ও অধিকার কর্মীদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। রাজধানীর কাকরাইলে ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে বর্তমান শিক্ষা করিকুলাম নিয়ে আয়োজিত একটি সেমিনারে আলোচনা করতে গিয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক আসিফ মাহতাব অভিযোগ করেন পাঠ্য বইয়ে ট্রান্সজেন্ডারের গল্প ঢুকিয়ে কোমলমতি শিশুদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। এমন অভিযোগ তুলে তিনি হাতে থাকা পাঠ্য বইয়ের পাতা ছিঁড়ে ফেলেন এবং সেখানে উপস্থিত সবার প্রতি একই কাজ করার আহ্বান জানান। রোববার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আসিফ মাহতাবের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয় তাকে। আসিফ জানান, তাকে যেদিন এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় সেদিনও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চুক্তি নবায়ন না করার কোনো কারণ উল্লেখ করেনি বলেও জানান তিনি। তবে তিনি মনে করেন, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করাতেই তাকে কর্মচ্যুত করা হয়েছে। এই বিষয়ে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, আসিফ মাহতাব তাদের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তার কোনো চুক্তি নেই। সেখানে আরো বলা হয়, ‘‘ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তার কর্মীদের গোপনীয়তা এবং তাদের চুক্তির গোপনীয়তা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় তার অনুষদ এবং শিক্ষার্থীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সমর্থন করে এবং সহযোগিতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কলেজিয়াল আচরণকে উৎসাহ দেয়। সেমিনারে ছিঁড়ে ফেলা ‘শরীফ থেকে শরীফা’ গল্প প্রসঙ্গে ডয়চে ভেলেকে নিজের মতো একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আসিফ মাহতাব, ‘‘বইয়ের মধ্যে বলা হয়েছে, এই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাবে এক জায়গায়। একজন বলেছে আমাদের গুরুমা আছে। একটা অপরিচিত লোক, বাবামায়ের সাথে কোনো যোগাযোগ নাই, গুরু মায়ের কাছে যাবে এই ধরনের কথা ক্লাস সেভেনের বাচ্চাকে বলা কোনোভাবেই আমি সমর্থন করি না। প্যারে–টসের সম্মতি ছাড়া এ ধরনের কথা হবে এটা গ্রহণযোগ্য নয়। ওখানে বলেছে,

আমি ছেলে কিন্তু মনে মনে মেয়ে, এটা বাচ্চাদের কনফিউজ করে দেওয়া হয়। মনে মনে কেউ যদি মেয়ে হয়, ফিজিক্যালি ছেলে হয় সে ট্রান্সজেন্ডার না। আমরা হিজড়াকে সমর্থন করি, ট্রান্সজেন্ডার না। ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে আয়োজিত সেমিনারে তিনি প্রস্তাবিত ট্রান্সজেন্ডার আইনেরও সমালোচনা করেছেন। যদিও আইনটির বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বলা হয়, এই আইনের এখন কোনো সমালোচনার সুযোগই নেই, কারণ, আইনটির খসড়া এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. শাহজাহান বলেছেন,আইনটি নিয়ে তারা তাদের কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়ে নিলেও কোনো কিছু এখনো চূড়ান্ত হয়নি। সরকার ২০১৩ সালে তৃতীয় লিঙ্গকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলে আইনটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সম্পত্তি ও স্বাস্থ্যগত অধিকারসহ কিছু বিষয় এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। এ কারণে আইনটি করতে হচ্ছে। তবে আমাদের কাজ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এই বিষয়ে কারো যদি মতামত থাকে, নিশ্চয় তারা সেই সুযোগ পাবেন। আইনের খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি করার কারণ জানতে চাইলে, আসিফ মাহতাব বলেন, একটা জিনিস যদি হয়ে যায়, হওয়ার পর এটা নিয়ে কী বলতে পারি। রাষ্ট্র যদি ভুল করে কোনো আইন পাশ করে ফেলে, রাষ্ট্রকে বলবো দেখেন, যে আইনটা করেছেন, আপনি ভুল করে ফেলেছেন, আমি তো একজন চিন্তাবিদ, একজন অ্যাকাডেমিক। আইন করার আগেই তো কারেক্ট করা যায়, সেই চিন্তা থেকে এটা নিয়ে কথা বলেছি। তবে ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ চুক্তি নবায়ন না করার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কিছু মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে কাজে পুনর্বহালের দাবি জানায়, আরেকটা অংশ একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের এমন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডাররা। রাজবাড়িতে একটা বিউটি পার্লার পরিচালনা করেন ট্রান্সজেন্ডার অধিকার কর্মী তানিশা ইয়াসমিন চৈতি। ২০১১ সালে সার্জারির মাধ্যমে নিজেকে নারীতে রূপান্তরিত করেছেন তিনি।আসিফ মাহতাবের ঘটনায় চৈতি রীতিমতো ভীত। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, আমরা এদেশে থাকতে পারবো কিনা এটাই বড় সমস্যা...একটা বইতে আমাদের বিষয়ে একটা চ্যাপ্টার হয়েছে, আমাদের বিষয়ে মানুষ জানছে, আমাদের সম্মান করছে, আমাদের এখন কাজ দিচ্ছে কিন্তু এরা এমনভাবে প্রচারে নামছে কী বলবো, আমরা যেন এদেশের মানুষ না, আমরা কিছুই না, আমরা অনেক পাপ করে ফেলেছি। চৈতি মনে করেন, ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে সমালোচনা করার আগে সমালোচকদের উচিত তাদের সঙ্গে কথা বলা, ব্যক্তিগতভাবে তাদের সমস্যাগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করা। আমি যখন ২০১১ সালে আমার সার্জারিগুলো করি, এটার যে কত যন্ত্রণা, কত খরচ কেউ তো আমাকে সাহায্য করেনি। আমি নিজে থেকে করেছি। কেন করেছি? কিসের জন্য করেছি? নাম, সুনাম কিছুর জন্য না। একমাত্র আমার বেঁচে থাকার জন্য। কারণ, আমি ভুল একটা শরীরে ভুল একটা মানুষ। সেটাকে ম্যাচ করার জন্য, না হলে তো আমি বাচতেই পারবো না। আমি তো রাষ্ট্রের কাছে কিছুই চাই না। শুধু বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু এই মানুষগুলো... কী বলবো... আমার এত খারাপ লাগছে... ইয়াং একটা ছেলে, পড়াশুনা করা। আমাদের মতো মানুষের সাথে কথা বল..আমাদের ভেতরের খবর একবার জান, তারপর তোরা যা খুশি বল! তৃতীয় লিঙ্গের আরেক অধিকার কর্মী হো চি মিন ইসলাম ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিফ মাহতাবের নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, এ ধরনের মানসকিতার একজন মানুষের তো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগই পাওয়ার কথা নয়। আসিফ মাহতাবের আচরণকে ‘রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘যে বইটি তিনি সেমিনারে ছিঁড়েছেন সেটা তো বাজারে কিনতে পাওয়ারই কথা নয়। ‘‘এই বই রাষ্ট্রের সম্পদ। এটা এভাবে ছিঁড়ে ফেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, বলেছেন তিনি। সম্প্রতি ঢাকার আরেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে (নর্থ সাউথ) ক্যারিয়ার অ্যান্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (সিপিসি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে যোগ দিতে গিয়ে হো চি মিন ইসলাম নিজেও অনাকাঙ্খিত ঘটনার শিকার হন। একটা অংশের আ–দালনের মুখে শেষ পর্যন্ত ওই অনুষ্ঠানে হো চি মিন আর কথা বলতে পারেননি। এ ব্যাপারে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিবৃতি দিলেও হো চি মিন ইসলাম জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কেউ তার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দু–খ প্রকাশ করেনি। তারা একটি বিবৃতি দিয়ে নিজেদের গা বাঁচিয়ে নিয়েছে, আমাকে কেউ রিচ আউট করেনি। ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকার ধর্মের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এমন প্রচারণা অনেক দিন ধরে চলছে জানিয়ে হো চি মিন ইসলাম দাবি করেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটা গোষ্ঠী এই বিষয়ে বিদ্বেষ ছড়াতে বড় ভূমিকা পালন করছে। এটা খুবই বিপজ্জনক। এরা ট্রান্সজেন্ডারদের অধিকারবঞ্চিত করায় সফল হলে এরপর নারী অধিকার নিয়ে কথা বলবে। এদের তাই থামাতে হবে। এদিকে পাঠ্যবইয়ে হিজড়া জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক অংশ বিশেষজ্ঞরা অন্যভাবে উপস্থাপনের পরামর্শ দিলে সেখানে কিছুটা পরিবর্তন আনা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী। তবে সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেন যে, দেশে একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে নানা বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে বা ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে নানা সময়ে অরাজকতা করার বা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার প্রবণতা আছে। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল চৌধুরী বলেন, আমাদের দেশে একটি গোষ্ঠী নানান বিষয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে হোক বা আমাদেদর ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে হোক, নানা সময়ে অরাজকতা করার বা পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার প্রবণতা তাদের মধ্যে আছে। গত বছরও ছিল। একটি সংগঠন থেকে কিছুদিন আগে সুপারিশ করেছিল...সেখানে তারা দাবি করেছে, এখানে (বইয়ে) ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সেই বিষয়টি তারা নজরে এনেছিল। তবে যখন আমরা আবার আলোচনা করেছি, তখন দেখেছি, শব্দটি ট্রান্সজেন্ডার নয়, থার্ড জেন্ডার। সেটা তো আইনত স্বীকৃত, যারা বায়োলজিক্যাল কারণে তৃতীয় লিঙ্গ বা আমাদের সমাজে সামগ্রিকভাবে হিজড়া নামে পরিচিত, আইনত তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে তাদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তারা এ দেশের নাগরিক। অবশ্যই তাদের নাগরিক সুবিধা আছে।

সম্পাদকীয়

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাংকার খোঁড়ার সময় এসে গেল কি?

ইউরোপে নিরাপত্তা ও সেখানে নিরাপদে বাস করার বিষয়টি ব্যাপক হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে কি? ব্যাপারটিতে ইউরোপীয়দের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত? যেভাবে নানা দিক থেকে সতর্কবার্তা আসছে, সে ধরনের কিছু ঘটলে বাস্তব পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ফাঁস হওয়া নথিতে বলা হচ্ছে, বার্লিন মনে করছে, রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেনে যে যুদ্ধ শুরু করেছে, ২০২৫ সাল নাগাদ ইউরোপে সেই যুদ্ধ নিয়ে যেতে চায়। ন্যাটোর সঙ্গে একটা বড় যুদ্ধ শুরু করতে চায় মস্কো। যথেষ্ট উদ্বেগ আছে যে রাশিয়া নতুন করে উত্তেজনার পারদ চড়াতে চায় এবং আক্রমণ করে উদারবাদী রাষ্ট্রগুলোকে হকচকিত করে দিতে চায়। এই আক্রমণের মধ্য দিয়ে ভ্লাদিমির পুতিন নতুন যে বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান, তার পরম্পরা সৃষ্টি করতে চান। সুইডেনের রাজনীতিবিদেরা তাঁদের নাগরিকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে তাঁরা যেন তাঁদের ভূখণ্ডে সম্ভাব্য একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। অন্যরা, যেমন নেইল ফার্গুসনের মতো ঐতিহাসিকেরা বলছেন, 'বিশ্বব্যবস্থাকে উল্টেপাল্টে দিতে পারে, এমন ভয়াবহ ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে আমাদের।'

সুতরাং বিশ্বজুড়ে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানির মতো অভিজ্ঞতা (যে ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের বেশির ভাগেরই নেই) মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের কতটা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত? একটা বিষয় হলো, যুদ্ধবিষয়ক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ডেটোরেন্স (বিরত রাখা) তত্ত্ব ও এর অনুশীলন। খুব সরলভাবে বললে, অন্য কোনো দেশের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ ও আগ্রাসন ঠেকানোর উপায় কী, তা নিয়ে আলোচনা করে এই তত্ত্ব। অনেকে যুক্তি দিতে পারেন, নিজেদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা চিন্তা করে পরাশক্তিগুলো একে অপরের সঙ্গে লড়াই করা থেকে বিরত থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা বলতে পারেন, পারমাণবিক যুদ্ধ হলে তার যে ভয়াবহ পরিণতি হবে, সে কথা চিন্তা করে বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো যুদ্ধে নাও জড়াতে পারে। আমাদের সবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি ঝুলছে, তা নিয়ে নানা গল্প ও ঘোষণা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে এর সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের কৌশল। একুশ শতকে সব সংঘাতের ক্ষেত্রে তথ্যযুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও রয়েছে। সেটি হলো ফাঁদে ফেলে বিরত রাখা। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বন্ধুবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। যে দেশে নিজেদের ছেলেমেয়েরা পড়ছে কিংবা যে দেশে নিজেদের বিনিয়োগ রয়েছে, সেসব দেশে কেউ হামলা করতে আগ্রহী হবেন না। বিষয়টি এমন পরাশক্তিগুলোর এমন কিছু ভূরাজনৈতিক ও ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে তার চড়া মূল্য বিশ্বকে চুকাতে হতে পারে। তাতে বিশ্বযুদ্ধ কিংবা পারমাণবিক যুদ্ধের মতো ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে। পশ্চিমা বিশ্বের আগের কয়েক প্রজন্মের ক্ষেত্রে নিজেদের 'ভালো জীবন' ধ্বংস হয়, এমন কিছু কল্পনা করাও অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। বিশ্বব্যবস্থা উল্টেপাল্টে দিতে পারে, এমন সব যুদ্ধ এখন একেবারে সন্নিকটে। আর কতিপয় নেতা বিশ্বায়নের ফল ভোগ করার জন্য নিজেদের বিনিয়োগ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ধ্বংস করতেও পিছপা হচ্ছেন না। আন্তর্জাতিক সংঘাতের ধরন ও মাত্রাও বদলে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৫ বছর ধরে বিশ্বে একটি প্রভাবশালী বিতর্ক হলো, আন্তর্জাতিক সংঘাতে একটা 'ধূসর এলাকা' বিরাজ করছে। এর অর্থ এই যে এমন সব পাল্টাপাল্টি পদক্ষেপ ও প্রস্তুতির সন্ধিক্ষণে দেশগুলো দাঁড়িয়ে, যেকোনো মুহূর্তে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্প্রতি এ রকম একটি সন্ধিক্ষণ তৈরি হয়েছে ইউক্রেন-রাশিয়ার আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্র ও এর মিত্ররা অব্যাহতভাবে এই সংঘাতকে এমনভাবে হাওয়া দিচ্ছে, যেন সেটি রাশিয়ার সঙ্গে ন্যাটোর যুদ্ধে রূপ নেয়। আমাদের সবার সামনে বিশ্বযুদ্ধের যে হুমকি ঝুলছে, তা নিয়ে নানা গল্প ও ঘোষণা আমরা প্রত্যাশা করতে পারি। কিন্তু একটা বিষয় আমাদের জানতে হবে যে এর সবকিছুই তথ্যযুদ্ধের কৌশল। একুশ শতকে সব সংঘাতের ক্ষেত্রে তথ্যযুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

জানা অজানা

পটকার বিভিন্ন গ্রামে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৭ তম জন্মজয়ন্তী ধুমধামের সাহিত পালিত হলো

নেতাজী কে আজ ও আমরা যোগ্য সম্মান দিতে পারি নি : সুনীল কুমার দে

পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুসারে প্রতি বছরের মতো এ বছরও সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদের সহযোগিতায় পটকার বিভিন্ন গ্রামে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৭ তম শুভ জন্ম জয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধুমধামের সহিত পালিত হলো ২৩ শে জানুয়ারীতে।সকাল ৯ টায় নুয়াগ্রাম প্রার্থমিক বিদ্যালয়ে প্রভাত ফেরি, নেতাজীর প্রতীকৃতিতে মাল্য দান, নেতাজীর পাঠ্য নিয়ে আলোচনা,নেতাজীর জীবনীর উপর প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো।এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক ও সমাজ সেবী সুনীল কুমার দে ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়।সুনীল কুমার দে বলেন, আমরা আজও নেতাজী কে যোগ্য সম্মান দিতে পারি নি যার জন্য দেশের স্বাধীনতা এসেছে আজ নেতাজী কে দেশে সম্মান দেওয়ার দিন এসেছে।বেলা ১০.৩০ টায় হলুদপুকুর সরস্বতী শিশু মন্দিরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী ধুমধামের সহিত পালন করা হলো।এখানে প্রভাত ফেরি,বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা,নেতাজীর প্রতীকৃতিতে মাল্যর্পন, আলোচনা সভা, প্রশ উত্তর প্রতিযোগিতা,সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ কার্যক্রম হলো।এখানে পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার বলেন,, বললেন, নেতাজী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহানায়ক যার জন্য আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।এখানে উপস্থিত ছিলেন সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মুখিয়া দেবী ভূমিজ,সাহিত্যিক ও সমাজ সেবী সুনীল কুমার দে, শিক্ষাবিদ বিশ্বামিত্র খন্দায়েত,সমাজসেবী দুলাল মুখার্জি,শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ,পণ্ডিত শুধাংশু মিশ্র,সুভাষ সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে পঙ্কজ সাহা,হরগৌরি মাহাতো, দীপক মিত্র ও বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নরসিংহ মহাকুড়, পঙ্কজ মাহাতো,অনুপ কুমার ভট্টমিশ্র,ভবানী শিট,অনিতা টুডু,সুনীতা গুপ্তা আরো অনেকেই। অপরাহ্ন ২ টায় খয়েরপালের নেতাজী চকে সমাজ কল্যাণ যুব সমিতির পক্ষ থেকে ধুমধামের সহিত নেতাজীর জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হলো।এই উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে বনাধ্য শোভা যাত্রা,বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা,নেতাজীর মূর্তিতে মাল্যদান, নেতাজীর জীবনী নিয়ে আলোচনা সভা,প্রশ্ন উত্তর প্রতিযোগিতা,সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি করা হলো।এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত বিধায়ক সঞ্জীব সরদার,বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন,জিলা পরিষদ সুরজ মণ্ডল,পূর্ব জিলা পরিষদ চন্দ্রবতী মাহাতো,মুখিয়া দুঃখনি মাই সারদার,সাহিত্যিক ও সমাজসেবী সুনীল কুমার কে,শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ,পণ্ডিত সুধাংশু মিশ্র,সমাজ সেবী সুনীল মাহাতো,সমাজ সেবী কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,নারায়ণ চ্যাটার্জি,গৌরাঙ্গ সাহু আরো অনেকেই।মুখ্য অতিথি সঞ্জীব সরদার বলেন,,নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ত্যাগ,বলিদান ও সংগ্রামের জন্যই আমরা দেশে স্বাধীনতার নিশ্বাস নিচ্ছি।

সুভাষ বসুর জীবনের শেষ মুহূর্ত সম্পর্কে যা জানা যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক কিংবদন্তি নেতা সুভাষচন্দ্র বসু। সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সেটা এখনও পরিস্কার নয়। ২৩শে জানুয়ারি তার জন্মবার্ষিকীতে জানতে চেষ্টা করেছে কী হয়েছিল মি. বসুর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলোতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানি সেনাবাহিনীর মনোবল একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল। সেই সময়েই সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংকক হয়ে সাইগনে পৌঁছেছিলেন।

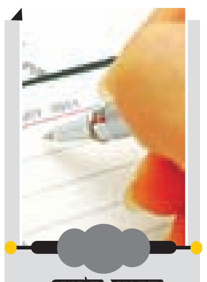

রেহান ফজল
প্রাবন্ধিক

কিন্তু সেখান থেকে এগোনোর জন্য একটাও জাপানি বিমান ছিল না। অনেক চেষ্টার পরে একটা জাপানি বোমারু বিমানে জায়গা পেয়েছিলেন তিনি।

বিমানঘাঁটিতে তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের যেসব সহকর্মী, তাদের সঙ্গে করমর্দন করে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন জানিয়ে কিছুটা লাফিয়েই বিমানের সিঁড়িগুলো বেয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলেন তিনি।

তিনি বিমানে ওঠার পরেই অন্যদের 'জয়হিন্দ' অভিবাদন জানিয়ে তার এডিসি কর্নেল হাবিবুর রহমানও বিমানে উঠে গিয়েছিলেন।

মি. বসুর ওপরে 'লেইড টু রেস্ট' নামের বইটির লেখক, সিনিয়র সাংবাদিক আশিস রায় বলছিলেন, ওই বিমানটিতে ক্রুসহ ১৪ জন ছিলেন। পাইলটের ঠিক পিছনেই নেতাজী বসেছিলেন। তার সামনে পেট্রোলের বড় বড় জেরিক্যান রাখা ছিল। নেতাজীর পিছনেই ছিলেন কর্নেল হাবিবুর। বিমানে চড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানিরা নেতাজীকে সহপাইলটের আসনে বসার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধ তিনি বিনম্রভাবে ফিরিয়ে দেন। ঘটনা হল, সহপাইলটের আসনটি তার মতো লম্বা মানুষের জন্যে বেশ ছোট ছিল, বলছিলেন মি. রায়।

তার কথায়, পাইলট আর লেফটেন্যান্ট জেনারেল শীদে ছাড়া বাকি সকলেই বিমানের মেঝেতেই বসেছিলেন। নেতাজীকে একটা ছোট কুশন দেওয়া হয়েছিল। কারও কাছেই সীট বেল্ট ছিল না। ওই বোমারু বিমানের ভেতরে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছিল সবার। তখনকার দিনে যুদ্ধবিমানে এয়ার কন্ডিশনার লাগানো থাকত না। প্রত্যেক হাজার মিটার ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানের তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি করে কমে যেত। ঠাণ্ডা আটকাতে সুভাষচন্দ্র বসু তার এডিসি কর্নেল হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে তার জ্যাকেটটা চেয়ে নিয়েছিলেন। দুপুর দুটো ৩৫ মিনিটে বোমারু বিমানটি জমি ছেড়ে আকাশে উড়েছিল।

শাহনওয়াজ কমিশনে (বিমান দুর্ঘটনায় মি. বসুর মৃত্যু হয়েছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে ভারতের গঠিত প্রথম সরকারি কমিটি) দেওয়া সাক্ষ্যে কর্নেল হাবিবুর রহমান বলেছিলেন, বিমান তখনও বেশি উপরে ওঠে নি। বিমানঘাঁটির চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল। সেই সময়েই বিমানের সামনের দিকে একটা বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাই। পরে জেনেছিলাম বিমানের একটা প্রোপেলার ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেছে। বিমানটা নীচে পড়ে যেতেই সামনের দিকে আর পেছনের দিকে আগুন লেগে গিয়েছিল।

বিমান ভেঙ্গে পড়তেই নেতাজী আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, সামনের দিক দিয়ে বের হওয়ার জন্য। পেছনের দিকে যাওয়ার জায়গা নেই। সামনের দিকেও আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে দিয়েই তিনি বাইরে বেরিয়ে যান। কিন্তু তিনি যেখানে বসেছিলেন, তার সামনে রাখা পেট্রল ভর্তি জেরিক্যান থেকে তেল বেরিয়ে তার কোট পুরো ভিজে গিয়েছিল, শাহনওয়াজ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কর্নেল হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেছিলেন, আমি বাইরে এসেই দেখি নেতাজী ১০ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। ততক্ষণে তার পোশাকে আগুন লেগে গেছে। আমি তার দিকে দৌড়ে গিয়ে অনেক চেষ্টার পরে তার 'বুশর্ট বেল্ট'টা খুলতে পারলাম। তারপরে তাকে মাটিতে শুইয়ে দিই আমি। তার মাথার বাঁদিকে প্রায় ৪ ইঞ্চি লম্বা একটা গভীর ক্ষত।

একটা রুমাল দিয়ে ওই ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করছিলাম। তখনই নেতাজী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার বেশি চোট লাগে নি তো?' বলেছিলাম যে আমি ঠিক আছি, জানিয়েছিলেন কর্নেল রহমান। উনি বলেছিলেন মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না। আমি ভরসা দিয়েছিলাম, 'আল্লাহ আপনাকে বাঁচাবে'। তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে না। দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে জানিও যে আমি শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলাম। তারা যেন এই লড়াই জারি রাখে। ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে, এভাবেই সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন তিনি।

দশ মিনিটের মধ্যেই উদ্ধারকারী দল বিমানঘাঁটিতে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনও অ্যাম্বুলেন্স ছিল না। তাই সুভাষচন্দ্র আর বাকি আহতদের সেনাবাহিনীর একটা ট্রাকে করেই তাইহোকু সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মি. বসুকে প্রথম যে চিকিৎসক পরীক্ষা করেছিলেন, তার নাম ছিল ডাক্তার তানইয়াশি ইয়োশিমি।

১৯৪৬ সালে হংকং এর এক কারাগারে ব্রিটিশ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন অ্যালফ্রেড টার্নারের জেরার জবাবে ডাক্তার ইয়োশিমি বলেছিলেন, গোড়ায় সব আহতদের একটা বড় ঘরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরে মি. বোস আর মি. রহমানকে একটা অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনায় আহত অন্য জাপানি সৈনিকরা ব্যথায় চিৎকার করছিল তখন। তাই ওদের দু'জনকে আলাদা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডাক্তার ইয়োশিমি জানিয়েছিলেন, মি. বসুর ভীষণ জলপিপাসা পেয়েছিল। তিনি জাপানি ভাষাতেই জল চাইছিলেন বার বার - মিজু, মিজু করে। সেখানে যে নার্স ছিলেন, আমি তাঁকে বলি একটু জল দিতে।

সুভাষচন্দ্রের আঘাতের বর্ণনা করতে গিয়ে ডাক্তার ইয়োশিমি বলেছিলেন, তিনটের সময়ে এক ভারী চেহারার মানুষকে সেনাবাহিনীর ট্রাক থেকে নামিয়ে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হয়। তার মাথা, বুক, পিঠ, হাত, পা, এমনকি তার হৃদযন্ত্রও - সব সাংঘাতিকভাবে পুড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার ইয়োশিমির বর্ণনায়, তার চোখগুলো ফুলে গিয়েছিল। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু চোখ খুলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। জ্বর ছিল গায়ে, ১০২.২ ডিগ্রি। পালস রেট হয়ে গিয়েছিল প্রতি মিনিটে ১২০। তাকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য বিটা ক্যাম্ফোর এর চারটে আর দুটো ডিজিটামাইন ইনজেকশন দিয়েছিলাম। তারপরে ড্রিপ চালু করি। এছাড়া সংক্রমণ যাতে না ছড়ায়, তার জন্য সালফানামাইড ইনজেকশনও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছিলাম, এত কিছুর পরেও বোস আর বেশিক্ষণ জীবিত থাকবেন না।

হাসপাতালেই হাজির ছিলেন আরেক চিকিৎসক ডাক্তার ইয়োশিও ইশি। তিনিও সুভাষ বসুর অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছিলেন।

আহত দু'জন দুটো আলাদা খাটে শুয়ে ছিলেন। একজন এতটাই লম্বা ছিলেন যে তার পা খাটের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। একজন নার্স আমাকে ডেকে বলেছিলেন, 'ডক্টর, ইনিই ভারতের চন্দ্র বোস। রক্ত দিতে হবে উনাকে। আমি শিরা খুঁজে পাচ্ছি না, প্লিজ একটু সাহায্য করুন আমাকে', জানিয়েছিলেন ডাক্তার ইশি।

তার কথায়, আমি যখন রক্ত দেওয়ার জন্য তার শিরায় সুচ ফোটালাম, কিছুটা রক্ত সুচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। রক্তের রঙটা ছিল গাঢ়। মৃত্যুর কিছুটা আগে থেকেই রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যেতে থাকে আর রক্তের রঙ পাল্টাতে থাকে।

একটা বিষয় আমাকে বেশ অবাক করেছিল। পাশের ঘরে দুর্ঘটনায় আহত জাপানি সৈনিকরা ব্যথায় চিৎকার করছিল, কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুর মুখ থেকে একটা শব্দও বের হয়নি। অথচ আমি ডাক্তার হিসাবে বুঝতে পারছিলাম তার কতটা শারীরিক কষ্ট হচ্ছে, জানিয়েছিলেন ডাক্তার ইশি।

১৮ অগাস্ট, ১৯৪৫, রাত প্রায় ন'টার সময়ে সুভাষ চন্দ্র বসু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

আশিস রায়ের কথায়, জাপানে মৃতদের ছবি তোলার প্রথা নেই। কিন্তু কর্নেল রহমান বলেছিলেন যে তিনি জেনেশুনেই সুভাষচন্দ্রের ছবি তুলতে দেন নি। কারণ তার শরীর তখন বেশ ফুলে গিয়েছিল।

জাপানি সেনাবাহিনীর মেজর নাগাতোমোর কথা অনুযায়ী, তার গোটা শরীরেই ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল। ওর পার্থিব শরীরটা ঘরের এক কোনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। চারদিকে একটা পর্দা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামনে কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছিল। ফুলও ছিল কিছু, বলছিলেন মি. রায়।

কয়েকজন জাপানি সৈনিক সেখানে হাজির ছিলেন। সম্ভবত সেইদিনই, অথবা পরের দিন, ১৯ অগাস্ট নেতাজীর শরীর একটা কফিনে রাখা হয়। মেজর নাগাতোমো কফিনের ঢাকনা খুলে নেতাজীর চেহারা একবার দেখেছিলেন।

কোনও বিমান না পাওয়ার ফলে তার মৃতদেহ সিঙ্গাপুর বা টোকিওতে নিয়ে যাওয়া যায় নি। চারদিন পরে, ২২ অগাস্ট তাইপেতেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে হাজির ছিলেন কর্নেল হাবিবুর রহমান, মেজর নাগাতোমো আর সুভাষ চন্দ্রের দোভাষী জুইচি নাকামুরা।

মেজর নাগাতোমো শাহনাওয়াজ কমিশনে বলেছিলেন, আমি ফার্নেসের ঢাকনাটা খুলে ভেতর থেকে 'স্লাইডিং প্লেট'টা টেনে এনেছিলাম। ভেতরে নেতাজীর কঙ্কালটা পড়ে ছিল। শরীরটা দাহ করা হয়ে গিয়েছিল। একটা ছোট কাঠের কৌটা ছিল আমার সঙ্গে। বৌদ্ধ পরম্পরা অনুযায়ী দুটো চপস্টিক দিয়ে নেতাজীর ঘাড়ের কাছ থেকে একটা হাড় তুলে এনেছিলাম। তারপর একে একে তার শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ থেকে একেকটা হাড় সংগ্রহ করে ওই কাঠের কৌটোর ভেতরে রেখেছিলাম।

কর্নেল হাবিবুর রহমানও পরে জানিয়েছিলেন যে শ্মশানে এক কর্মকর্তা তাকে সুভাষ বসুর সোনায় বাঁধানো একটা দাঁত দিয়েছিলেন। ওই দাঁতটা মৃতদেহর সঙ্গে জ্বলে যায় নি।

আশিস রায়ের কথায়, আমি যখন ১৯৯০ সালে পাকিস্তানে গিয়েছিলাম, তখন হাবিবুর রহমানের ছেলে নইমুর রহমানের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে তার বাবা কাগজে মোড়া সুভাষ বসুর ওই সোনা বাঁধানো দাঁতটা অস্থি কলসেই রেখে দিয়েছিলেন।

২০০২ সালে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের দুই অফিসার যখন রেনকোজি মন্দিরে রাখা সুভাষ বসুর অস্থিকলস পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তারাও ভেতরে ওই কাগজের মোড়কে রাখা সোনার দাঁতটা দেখতে পেয়েছিলেন।

সেই সময়ে জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন আফতার শেঠ। তিনি বলছেন, ওই দুজন অফিসার, সি রাজশেখর এবং আর্মস্ট্রং চেঙসন আমার সঙ্গেই টোকিওতে ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করতেন। বাজপেয়ী সরকার যখন নেতাজীর মৃত্যুর তদন্ত করতে মুখার্জী কমিশন তৈরি করেন, তখন বিচারপতি মুখার্জীও টোকিওতে এসেছিলেন।

আশিস রায় জানাচ্ছেন, কিন্তু বিচারপতি মুখার্জী নিজে রেনকোজি মন্দিরে যান নি। তার নির্দেশ মতো দু'জন অফিসারকে পাঠানো হয়। তারা কাগজের মোড়কে রাখা ওই দাঁতের ছবিও তুলে এনেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখার্জী কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে নেতাজীর মৃত্যু ওই বিমান দুর্ঘটনায় হয় নি আর রেনকোজি মন্দিরে যে অস্থি রাখা আছে, সেটাও নেতাজীর নয়।

এটা অন্য বিষয় যে মনমোহন সিং সরকার মুখার্জী কমিশনের রিপোর্ট খারিজ করে দিয়েছে, বলছিলেন আশিস রায়।

সুভাষচন্দ্রের কন্যা অনিতা পাফেরও ইচ্ছা যে তার পিতার অস্থি ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক।

মি. রায়ের কথায়, অনিতাই আমার বইয়ের মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে নেতাজী একটা স্বাধীন ভারতে ফিরে এসে কাজ করতে চেয়েছিলেন। সেটা যখন সম্ভব হয় নি, তখন অন্তত তার অস্থিটা ভারতের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হোক। তার মৃত্যুর ৭৩ বছর পরে হলেও অস্থিটা যদি ভারতে নিয়ে এসে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়, সেটাই বোধ হয় রাষ্ট্রের তরফে তার প্রতি সবচেয়ে বড় সম্মান জানানো হবে।

সাময়িকী

ভিয়েনায় যেভাবে বিদেশিনীর প্রেমে পড়েছিলেন সুভাষ বসু

প্রদীপ কুমার
প্রাবন্ধিক

১৯৩৪ সালের কথা। নেতাজি হিসেবে পরিচিত সুভাষ চন্দ্র বসু সেসময় অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে ছিলেন।

তাঁর শরীর বেশ কিছুদিন ধরেই খারাপ হচ্ছিল। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারী থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যাওয়ার সময় থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসার জন্য সুভাষ বসুকে শেষমেশ ইউরোপে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, তবে শর্ত চিকিৎসার খরচ তাঁর পরিবারকেই দিতে হবে। ভিয়েনায় চিকিৎসা করানোর সময়ই সুভাষচন্দ্র ঠিক করলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে ইউরোপে বসবাসরত ভারতীয় ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করা দরকার। এক ইউরোপীয় প্রকাশক ওই সময় তাঁকে 'দা ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' নামে একটা বই লেখার কাজ দেন। বইটি লেখার জন্য একজন সহকারীর প্রয়োজন হল, যিনি ইংরেজী আর টাইপিং - দুটোই ভালমতো জানবেন। সুভাষ চন্দ্রের বন্ধু ড. মাথুর দুজনের নাম সুপারিশ করে পাঠালেন। তার মধ্যে যাঁকে বেশী উপযুক্ত মনে হল - তাঁকে সাক্ষাতকারের জন্য ডেকে পাঠালেন সুভাষ। কিন্তু কথাবার্তা বলে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তখনই দ্বিতীয়জনের ডাক পড়ল।

২৩ বছর বয়সী এমিলি শেঙ্কল এসেছিলেন ইন্টারভিউ দিতে। সুন্দরী অস্ট্রিয়ান ওই যুবতীকেই সহকারী হিসাবে কাজে নিযোগ করলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯৩৪ সালের জুন মাস।

সুভাষ চন্দ্রে বয়স তখন ৩৭ বছর। তাঁর ধ্যানজ্ঞান সবই ছিল কী করে ইংরেজদের কাছ থেকে ভারতকে স্বাধীন করা যায় তার ওপর। মিজ. শেঙ্কলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ধারণাও করতে পারেন নি যে ওই অস্ট্রিয় যুবতী তাঁর জীবনে একটা নতুন ঝড় তুলে দিতে পারেন। সুভাষ চন্দ্র বসুর বড়ভাই শরৎ বসুর নাতি ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুগত বসু নিজের বই 'হিজ ম্যাজেস্টিজ অপোনেন্ট - সুভাষ চন্দ্র বসু এন্ড ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল এগেইনস্ট এম্পায়ার'-এ লিখেছেন, এমিলির সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই সুভাষের জীবনে একটা নাটকীয় পরিবর্তন এসেছিল। সুগত বসুর মতে তার আগে পর্যন্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনে প্রেম বা বিয়ের বেশ কিছু প্রস্তাব এসেছিল। সেসবে তাঁর কোনও আগ্রহই ছিল না। কিন্তু এমিলির সৌন্দর্য্য সুভাষের ওপরে যেন কী একটা জাদু করে দিল।

এমিলিকে উদ্ধৃত করে সুগত বসু তাঁর বইতে লিখেছেন, প্রেমের আভাসটা সুভাষ চন্দ্র বসুর দিক থেকেই এসেছিল। ধীরে ধীরে সেটা একটা রোমান্টিক সম্পর্কের দিকে মোড় নেয়। ১৯৩৪-এর মাঝামাঝি সময় থেকে পরের বছর দুয়েক অস্ট্রিয়া আর চেকোস্লাভাকিয়াতে থাকার সময়ে সম্পর্কটা আরও মধুর হয়ে উঠেছিল। ১৯১০ সালের ২৬ জানুয়ারী অস্ট্রিয়ার এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম হয়েছিল এমিলির। তাঁর বাবা প্রথমে মেয়েকে এক ভারতীয়র অধীনে কাজ করতে দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার পরে তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নোয়াতেই হয়েছিল এমিলির বাবাকে।

প্রেমপত্র বিনিময় পর্ব

ইতিহাসলেখক রুদ্রাংশু মুখার্জী সুভাষ চন্দ্র আর জওহরলাল নেহরুর জীবন নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তাঁর বই 'নেহরু এন্ড বোস - প্যারালাল লাইভস'-এ। ওই বইতে একটু অনুচ্ছেদ রয়েছে 'টু উইমেন এন্ড টু বুক্স' নামে। সেখানে নেহরু আর সুভাষ চন্দ্রের জীবনে তাঁদের দুজনের পত্নীদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন রুদ্রাংশু মুখার্জী। মি. মুখার্জী লিখেছেন, সুভাষ এবং এমিলি দুজনেই একেবারে গোড়ার দিকেই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁদের সম্পর্কটা আর পাঁচটি সম্পর্কের মতো হবে না। সেখানে নানা অসুবিধা আসবে। একে অন্যকে যেসব চিঠি লিখেছিলেন, সেগুলিতে সম্বোধন করার ধরণ দেখেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এমিলি সম্বোধন করতেন 'মিস্টার বোস' বলে, আর সুভাষ চন্দ্র লিখতেন মিস শেঙ্কল বা পার্ল শেঙ্কল। পরিচয় গোপন করার বাধ্যবাধকতা আর যুদ্ধের সময়ে ইউরোপীয় দেশগুলিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সাহায্য পাওয়ার জন্য দৌড়ঝাঁপের মধ্যে সুভাষচন্দ্র নিজের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক থাকতেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতেও সুভাষচন্দ্র এমিলির জন্য কতটা চিন্তা করতেন, তার প্রমাণ একটা চিঠিতে পাওয়া যায়, যেটাকে সুভাষ চন্দ্রের প্রেমপত্রও বলা যেতে পারে। এই চিঠি অবশ্য প্রথমে এমিলিকে লেখা সুভাষ চন্দ্রের চিঠিগুলির সংগ্রহে ছিল না। কিন্তু এমিলি নিজেই এই চিঠিটা তুলে দিয়েছিলেন শরৎ চন্দ্র বসুর ছেলে, ডা. শিশির বসুর স্ত্রী কৃষ্ণা বসুর হাতে। ৫ মার্চ, ১৯৩৬ সালে লেখা চিঠিটা শুরু হয়েছিল এইভাবে ঃ

মাই ডার্লিং, কখনও সখনও হিমবাহও গলে যায়। আমার মনে এখন অনেকটা সেরকমই অবস্থা। আমি যে তোমায় কতটা ভালবাসি সেটা জানাতে এই চিঠিটা লেখা থেকে নিজেকে সম্বরণ করতে পারলাম না। 'মাই ডার্লিং', আমাদের নিজেদের মতো করে কী বলতে পারি, যে তুমি আমার হৃদয়ের রাণী?

সুভাষ চন্দ্র ওই চিঠিতেই লিখছেন, আমি জানি না ভবিষ্যতে কী হবে। হতে পারে, পুরো জীবনটাই হয়তো জেলে কাটাতে হবে, অথবা আমাকে গুলি করে দেওয়া হতে পারে, কিংবা ফাঁসীও হতে পারে। এও সম্ভব যে তুমি হয়তো আমাকে কখনও আর দেখতেই পাবে না, অথবা আমি হয়তো কখনও তোমাকে চিঠিও লিখতে পারব না। কিন্তু ভরসা রেখ, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়ে থাকবে, আমার মনে, আমার স্বপ্নে থাকবে। যদি এই জীবনে সম্ভব না হয়, তাহলে পরের জীবনে তোমার সঙ্গেই থাকব আমি। আমি তোমার অন্তরে থাকা নারীত্বকে ভালবাসি, তোমার আত্মার সঙ্গে আমার প্রেম। তুমিই আমার জীবনে প্রথম প্রেম, এমিলি শেঙ্কলকে লিখেছিলেন সুভাষ চন্দ্র। একেবারে শেষে ওই চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে বলেছিলেন সুভাষ। কিন্তু এমিলি সেটাকে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন।

গোপন বিবাহ ঃ বোঝাই যাচ্ছে যে সুভাষ চন্দ্র বসু এমিলি শেঙ্কলের প্রেমে রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন। এই বিষয়ে সুভাষ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং রাজনৈতিক সহযোগী এ সি এন নাম্বিয়ার সুগত বসুকে জানিয়েছিলেন, সুভাষ একজন প্রকৃত আদর্শবাদী ব্যক্তি ছিল। তার ধ্যানজ্ঞান ছিল দেশের স্বাধীনতা। কিন্তু যদি কোনও বিচ্যুতির কথা বলতে হয়, তাহলে সেটা হয়েছিল তিনি যখন এমিলির প্রেমে পড়লেন, সেই সময়ে। খুবই ভালবাসতেন এমিলিকে। একেবারে প্রেমে ডুবে যাওয়া যাকে বলে, সেইরকম। সেই সময়ে সুভাষচন্দ্রের মনের অবস্থা কীরকম ছিল, সেটা বোঝা যায় আরেকটি চিঠিতে। ১৯৩৭ এর এপ্রিল বা মার্চ মাসে এমিলিকে লেখা ওই চিঠির পুরোটাই ইংরেজী ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা। গত কিছুদিন যাবত তোমাকে চিঠি লেখার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আশা করি তুমি বুঝতে পারবে যে তোমাকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে কী চলছে, সেটা লিখে বোঝানো কঠিন। তোমাকে শুধু এটাই বলতে চাই, আমি আগেও যেরকম ছিলাম এখনও সেরকমই আছি। এই চিঠি দেওয়া নেওয়ার পালার পরে প্রথম যেবার এমিলি আর সুভাষ চন্দ্রের দেখা হয়েছিল, তখনই তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ড. কৃষ্ণা বসুকে এমিলি বলেছিলেন, ১৯৩৭ সালের ২৬ ডিসেম্বর তাঁদের বিয়ে হয়েছিল অস্ট্রিয়ার বাদগাস্তিনে। দুজনেরই পছন্দের রিসর্ট ছিল ওটা। তবে দুজনেই নিজেদের বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কৃষ্ণা বসু বলছেন, নিজের বিয়ের তারিখটা ছাড়া আর কোনও কিছুই বলতে চান নি এমিলি। তবে সুভাষ চন্দ্র আর এমিলির মেয়ে অনিতা বসু তাঁর মায়ের কাছ থেকে যা শুনেছেন, তার ভিত্তিতেই বলেছিলেন ভারতীয় নববধূর মতো বিয়ের সময়ে তাঁর মাথায় সিঁদুর পড়ানো হয়েছিল। বিয়েটা এতটাই গোপণীয় রাখা হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্রের ভাইপো অমিয় বসু বিয়ের সময়েই বাদগাস্তিনে গিয়েছিলেন, তবুও এমিলিকে দেখে তাঁর সেই সময়েও নিজের কাকার সহকারী ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় নি। নিজের বিয়ে নিয়ে এত গোপণীয়তার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে রুদ্রাংশু মুখার্জী লিখেছেন, সম্ভবত সুভাষ চন্দ্র নিজের রাজনৈতিক জীবনে এই বিয়ের কোনও প্রভাব পড়ুক, সেটা চান নি। একজন বিদেশীনিকে বিয়ে করার ঘটনায় মানুষের মনে তাঁর যে ভাবমূর্তি রয়েছে, তার ওপরে প্রভাব ফেলতে পারে বলেই তিনি হয়তো মনে করেছিলেন। সুভাষ চন্দ্র আর এমিলি শেঙ্কলের প্রেমপর্বের ওপরেই একটা বই লিখেছেন তিনবার ভারতের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া ড. কৃষ্ণা বসু । 'আ ট্রু লাভ স্টোরি - এমিলি এন্ড সুভাষ' নামের ওই বইটিতে দুজনের প্রেমপর্বের অনেক জানা অজানা তথ্য রয়েছে। এমিলিকে সুভাষ ভালবেসে 'বাঘিনী' বলে ডাকতেন। আবার এরকম ঘটনারও উদাহরণ আছে, এমিলির বুদ্ধিমত্তা যে সুভাষের ধারেকাছেও ছিল না, এবং সেটা সুভাষ কখনও কখনও প্রকাশও করে দিতেন। কৃষ্ণা বসুর লিখেছেন, সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যে এমিলি কয়েকটি ভারতীয় পত্রপত্রিকার জন্য ভিয়েনা থেকে রিপোর্ট লিখতে শুরু করুন। এমিলি সেই অনুযায়ী 'দা হিন্দু' এবং 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকার জন্য বেশ কিছু লেখাও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক সংবাদের বিশ্লেষণ ঠিকমতো করতে না পারায় এমিলির বেশ কিছু লেখা ছাপা হয় নি। সুভাষ তাঁকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, তোমার লেখা ঠিক হয় নি, তাই ছাপা হল না। একবার ভারতের ওপরে বেশ কিছু বই আনতে বলেছিলেন এমিলি।

১৯৩৭-এর ১২ অগাস্ট লেখা এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র এমিলিকে লিখেছিলেন, তুমি ভারতের ওপরে কিছু বই আনতে দিয়েছ। তবে আমার মনে হয় না ওইসব বইগুলো তোমাকে পড়তে দিয়ে খুব একটা লাভ হবে। তোমার কাছে যেসব বইগুলো আছে, তুমি তো সেগুলোই পড়ে ওঠ নি। তুমি যতদিন না সিরিয়াস হবে, ততদিন পড়ার ব্যাপারে তোমার মন লাগবে না। ভিয়েনাতে তোমার কাছে এখনই কত বই রয়েছে। আমার তো মনে হয় না সেগুলো তুমি উল্টেপাল্টেও দেখেছ কখনও, স্ত্রীকে লিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। এরকম কিছু কড়া শব্দ কখনও সখনও ব্যবহার করলেও এমিলি আর সুভাষ একে অপরকে অসম্ভব ভালবাসতেন। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৫ - এই প্রায় ১২ বছর সময়কালে দুজনে বছর তিনেকেরও কম সময় একসঙ্গে কাটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই দুজনের প্রেমের চিহ্ন হিসাবে ১৯৪২ সালের ২৯ নভেম্বর জন্ম নেয় তাঁদের কন্যা অনিতা।

মেয়েকে দেখার জন্য ১৯৪২ এর ডিসেম্বরে ভিয়েনায় পৌঁছান সুভাষ চন্দ্র।

তারপরে বড়ভাই শরৎ চন্দ্রকে বাংলায় লেখা একটি চিঠিতে সুভাষ চন্দ্র স্ত্রী আর কন্যার ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন।

তারপরেই সুভাষ চন্দ্র বসু সেই মিশনে রওনা হন, যেখান থেকে এমিলি বা অনিতার কাছে আর কোনওদিনই ফিরে আসেন নি। এমিলি অবশ্য সুভাষের স্মৃতি নিয়েই ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। একটা ছোট টেলিগ্রাফ অফিসে চাকরী করে সুভাষ চন্দ্রের শেষ স্মৃতি - নিজের মেয়ে অনিতাকে বড় করেছেন - জার্মানীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ বানিয়েছেন। তবে সুভাষ চন্দ্রের পরিবার থেকে কোনও রকম সাহায্য নিতে অস্বীকার করে গেছেন এমিলি। শুধু তাই নয়, সুভাষ চন্দ্র নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে যে গোপণীয়তা রক্ষা করতে চাইতেন, যেভাবে সেটা গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে আড়াল করতে চাইতেন, এমিলিও সম্পূর্ণভাবে তার মর্যাদা রেখে গেছেন চির জীবন।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

৫০০ বছরের পর দেশবাসী দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কংগ্রেস এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বর্তমান সারাদেশে রামময় হয়ে রয়েছে ফলে এদিন রাবণের কথা বলে লাভ নেই

কংগ্রেস এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বর্তমান সারাদেশে রামময় হয়ে রয়েছে ফলে এদিন রাবণের কথা বলে লাভ নেই

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ৫০০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা। অবশেষে এক ঐতিহাসিক ক্ষণের সাক্ষী হতে সক্ষম হয়েছে সারা বিশ্ব। অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো রামলালার। টিভির পর্দায় রাম মন্দিরের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন ৫০০ বছরের পর দেশবাসী দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছে। কংগ্রেস এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান সারাদেশ রামময় হয়ে রয়েছে ফলে এদিন রাবণের কথা বলে লাভ নেই।

ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে অযোধ্যা মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন ৮ হাজারের অধিক আমন্ত্রিত অতিথি। তবে সারা বিশ্ব টিভি কিংবা মোবাইলে রাম মন্দিরে ভগবান রামের বালক রূপ চার ফুট তিন ইঞ্চি কালো পাথরের মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রতিটি মুহূর্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে শতকোটি ভারতীয়দের পাঁচ শতকের অপেক্ষার অন্ত পড়েছে। সারা অসম সারা ভারত সারা বিশ্ব যেন এদিন রামময় হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। হিন্দু মুসলমান প্রতিটি ধর্ম বর্ণ ভাষা নির্বিশেষে প্রতিজন ব্যক্তি রামভক্তিতে একাকার হয়ে যাওয়ার নজির সৃষ্টি হয়। জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে সারা দেশ মুখরিত হয়ে পড়েছে। গুয়াহাটি মহানগরের ফাটাশীল আমবাড়ি স্থিত হরিজন কলোনিতে অযোধ্যায় রাম মন্দিরে বালক রূপি ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সরাসরি সম্প্রচার টিভির পর্দায় প্রত্যক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় রীতিনীতি টিভিতে প্রত্যক্ষ করা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আধ্যাত্মিক ভাষণ মন দিয়ে শুনেছেন তিনি।

রাম মন্দিরের অনুষ্ঠান সমাপনের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এদিন ভারতবর্ষের নব প্রভাতের সূচনা হয়েছে। ৫০০ বছরের দাসত্ব থেকে ভারত বর্ষ আজ মুক্ত হয়েছে। এবার ভারত বিশ্ব গুরু হওয়ার পথে ধাবিত হবে। এর মাধ্যমে ভারতে নব প্রভাতের সৃষ্টি হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এরপর সাংবাদিকরা কংগ্রেস এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্তে প্রশ্ন করে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চান। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজ সারাদেশ রামময় হয়ে রয়েছে। ফলে আজ রামের কথা বলার সময়। রাবণের কথা তিনি বলবেন না। রাবণের কথা অন্য একদিন বলা যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মহানগরের ফাটাশীল আমবাড়ি স্থিত হরিজন কলোনিতে টিভিতে অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার দেখছিলেন মন্ত্রী অশোক সিংহল। তিনি সেই সময়ে যথেষ্ট আবেগিক হয়ে পড়েন। এমনকি তার চোখ থেকে জল গড়াতে থাকে। অবশেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন এই মুহূর্ত তার জন্য অত্যন্ত আবেগিক। কারণ ২১ বছর বয়স থেকে রাম মন্দির স্থাপনের আন্দোলনে তিনি জড়িত ছিলেন। আঃেদালনের সময় রাম মন্দিরের স্বার্থে যথেষ্ট ত্যাগ বলিদান করতে হয়েছে প্রতিজন আন্দোলনকারীদের। যেহেতু তিনিও সেই সময় এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন ফলে অবশেষে অযোধ্যায় সুবিশাল ভৈব্য রাম মন্দির নির্মাণ এবং ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর তাদের এই আন্দোলন সার্থক হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল।

অযোধ্যা রাম মন্দিরের উৎসব মুখর পরিবেশ এদিন সারা দেশ সারা অসমে প্রত্যক্ষ হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি অসমের গুয়াহাটি মহানগর সহ রাজ্যের প্রতিটি শহর গ্রাম, প্রত্যেক এলাকায় শ্রী রামের জয় ধ্বনি শোনা গেছে। যেন সারা রাজ্যে অযোধ্যার প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি সন্ধ্যার পর সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যের চারদিকে রামময় পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া পরলোক্ষিত হয়। প্রদীপ বাতি প্রজ্জ্বলন হওয়ার পর আলোকিত হয়ে পড়ে সারা রাজ্য। কামাখ্যা মন্দিরে হাজার হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে এক ব্যতিক্রমী রাম দীপাবলী পালন করা হয়েছে। একইভাবে নলবাড়ির বিল্লেশ্বর দেবালয় এক লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। মঙ্গলদৈর রাম জানকী মন্দিরে এক লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার পর এই মন্দির জন্য দ্বিতীয় অযোধ্যা হিসাবে পরিণত হয়েছে। মহানগরের ফেন্সিবাজারে আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রী রামের নাম নিয়ে এক আলোকিত উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়। সারা দেশ জুড়ে ভগবান শ্রী রামের পূজা অর্চনা করার সমান্তরাল ভাবে অসমে রামলাললার প্রাণ প্রতিষ্ঠা নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

টুকরো খবর

গুরুজনের জন্মস্থান বটদ্রবা থানে বেলা তিনটের আগে যেতে বাধা দেওয়ায় নগাঁও এর সড়কে বসে প্রতিবাদ রাহুল গান্ধীর

কংগ্রেস নেতাকর্মীদের সঙ্গে সড়কে বসে নাম সংকীর্তন, অবশেষে দর্শন বাতিল করে মরিগাঁও অভিমুখে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা, রাজীব ভবনে প্রতিবাদ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ইতিহাস রচনা করে সুদীর্ঘ ৫০০ বছর প্রতীক্ষার পর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচির সমান্তরাল ভাবে বটদ্রবা থান যেতে চাইছিলেন রাহুল গান্ধী। কিন্তু গতকাল বটদ্রবা থান কর্তৃপক্ষ এক জরুরী কালীন বৈঠকে মিলিত হয়ে ২২ জানুয়ারি দুপুর তিনটে পর্যন্ত রাহুল গান্ধীর এই প্রস্তাবিত সফরে অনুমতি দেওয়া অসম্ভব বলে জানিয়ে দিয়েছিল। সেই হিসেবে তিনি সোমবার বটদ্রবা থান পরিদর্শন করতে চাইলে তাকে সেখানে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। অবশেষে কংগ্রেস নেতাকর্মীদের সঙ্গে নগাঁও এর সড়কে বসে নাম সংকীর্তন করেন রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত রবিবার মহানগরে সাংবাদিক বৈঠক আযোজেন করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাহুল গান্ধীকে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় বটদ্রবা থান পরিদর্শন না করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি বটদ্রবা থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিনটিতেই রাহুল

গান্ধী বটদ্রবা থান পরিদর্শন করতে চাইছেন। এভাবে ভগবান রামের এই দিনটিতে অযথা গুরুজনকে জুড়ে দিতে চাইছেন রাহুল গান্ধী। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়। প্রচার মাধ্যমের ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভিতে একদিকে রাম মন্দির অন্যদিকে একই সময়ে রাহুল গান্ধীর বটদ্রবা থান পরিদর্শন করা বিষয়টি দেখালে সেটা সমীচীন হবে না। তাছাড়া রাহুল গান্ধীকে ভগবান গ্রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বটদ্রবা থান পরিদর্শন যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। তবে রাহুল গান্ধী মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধের তোয়াক্কা না করে অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ই বটদ্রবা থান পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু বটদ্রবা থান কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়ে দেওয়া অনুসারে রাহুল গান্ধীকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয়নি। বটদ্রবা থানে প্রবেশে বাধা দেওয়ায় রাহুল গান্ধী কংগ্রেস নেতাকর্মীদের সঙ্গে নগাঁও এর সড়কে বসে নাম সংকীর্তন শুরু করেন। মূলত কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা বিশেষভাবে মহিলারা হাততালি বাজিয়ে রাহুল গান্ধীর পাশে বসে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম পতিত পাবনও সীতারাম এই গানটি গায়ছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে নগাঁও এর সড়কে বসে থাকার পর অবশেষে রাহুল গান্ধী বটদ্রবা থান দর্শন বাতিল করে মরিগাঁও অভিমুখে ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা নিয়ে রওনা হতে বাধ্য হয়েছিলেন। সাংবাদিকদের মত বিনিময়ে রাহুল গান্ধী বলেন গত ১১ জানুয়ারি তাকে বটদ্রবা থান দর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে চাপে পড়ে হয়তো তার সেখানে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তবে স্থানীয় সংসদ হিসেবে গৌরব গগৈকে বটদ্রবা থান দর্শন করার জন্য পাঠানো হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। অবশেষে রাহুল গান্ধীর মন্তব্য অনুযায়ী স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বটদ্রবা থান দর্শন করেছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের প্রতিজন নেতাকর্মীর মনে ব্যাপকভাবে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পদত্যাগের দাবি জানিয়ে সোমবার রাজীব ভবনে প্রতিবাদী সভা, ধর্না কার্যসূচি পালন করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। মূলত ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রায় বাধা প্রদান করা এবং কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ রাহুল গান্ধীর গাড়িতে আক্রমণ করার পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা ঘটনার প্রতিবাদে রাজীব ভবনে এই প্রতিবাদী কার্যসূচি পালন করা হয়েছে। এদিন বিকেল তিনটে থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদী সভার সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেসের উপসভাপতি নৃপেন ঠাকুরিয়া। সবার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মেহেদী আলম বরা। এর এর আগে বেলা আড়াইটা নাগাদ রাজীব ভবনে ধর্না কার্যসূচি পালন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা বন্ধ করা চলবে না, ভূপেন বরাকে আক্রমণ করা দুষ্কৃতিকারীকে গ্রেপ্তার করতে হবে ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে কংগ্রেস নেতাকর্মীরা রাজীব ভবন উত্তাল করে তোলেন। এই সভায় দলীয় নেতা হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী কংগ্রেসের ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার বিরুদ্ধে বিজেপি সরকার করা উন্নয়নের প্রতিবাদে মামলা রজ্জু করার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিনের সভায় প্রাক্তন সাংসদ বলীন কুলি, মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুর, মহিলা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শাদব জাফর, কংগ্রেসের উপসভানেত্রী ববিতা শর্মা প্রমুখ অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আগামী ২৬ জানুয়ারি রাজ্যের প্রতিজন মন্ত্রী বিভিন্ন জেলায় পতাকা উত্তোলন করবেন বলে মন্তব্য মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

২২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মন্ত্রিসভার প্রতি জন সদস্য একসঙ্গে অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের দর্শন করবেন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একদিকে ৫০০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে অযোধ্যার নবনির্মিত রাম মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো রামলালার। অন্যদিকে একই দিনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে মহানগরের অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। লোকসেবা ভবনের মিডিয়া সেন্টারে আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতে জয় শ্রীরাম বলে সম্বোধন করে কেবিনেটের যাবতীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিস্তারিত জানান তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন এদিন ভারতবর্ষের জন্য অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। সারাদিনব্যাপী শুধুমাত্র ভারতবাসী নয় বরং সারা বিশ্ববাসী রামময় হয়ে রাম ভক্তিতে বিলীন হয়ে রয়েছে। এই পবিত্র দিনটিতে অসম কেবিনেট ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে। রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য অসমবাসীর হয়ে ভারতবাসীর হয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রীসভা নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি অসম কেবিনেটের প্রতিজন মন্ত্রী একসঙ্গে অযোধ্যার রাম মন্দিরে গিয়ে ভগবান রামের দর্শন করবেন। মন্ত্রিসভার প্রতি জন মন্ত্রী একসঙ্গে গিয়ে রামলাল্লার দর্শন করবেন বলে এদিনের কেবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস সমাগত। ফলে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে মন্ত্রিসভার প্রতিজন মন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পতাকা উত্তোলন করবেন। এক্ষেত্রে কোনো মন্ত্রী কোথায় গিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন সেটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তিনি জানান মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য শিলচরে, মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস ডিব্রুগড়ে, মন্ত্রী অতুল বরা যোরহাটে, মন্ত্রী ইউ জি ব্রহ্ম তেজপুরে, মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ধুবড়িতে, মন্ত্রী কেশব মহন্ত কামরূপ জেলায়, মন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু তিনসুকিয়াতে, মন্ত্রী অশোক সিংহল বঙাইগাঁও জেলায়, মন্ত্রী যোগের মোহন ধেমাজিতে, মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ শিবসাগরে, মন্ত্রী অজন্তা নেওগ মঙ্গলদৈতে, মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা মরিগাঁও জেলায়, মন্ত্রী বিমল বরা মাজুলীতে, মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া গোলাঘাটে এবং মন্ত্রী নন্দিতা গার্লসা গোয়ালপাড়ায় পতাকা উত্তোলন করবেন।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন শুধুমাত্র মন্ত্রীরা নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্বশাসিত পরিষদের সিইএম রাও বিভিন্ন এলাকায় পতাকা উত্তোলন করবেন। বড়ো স্বশাসিত পরিষদের সিইএম প্রমোদ বড়ো কোকরাঝাড়ে এবং ডেপুটি সিইএম গোবিন্দ বসুমতারি ওদালগুরিতে পতাকা উত্তোলন করতে চলেছেন। একইভাবে কার্বি আংলং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম তুলিরাম রংহাং ডিফুতে পতাকা উত্তোলন করবেন। অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডক্টর নোমল মমিন পশ্চিম কার্বি আংলং এর হামরেনে পতাকা উত্তোলন করবেন। ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবলাল গার্লসা হাফলং এ পতাকা উত্তোলন করতে চলেছেন। তাছাড়া অন্যান্য এলাকা গুলোতে জেলা কমিশনার পতাকা উত্তোলন করবেন বলে জানালেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। প্রসঙ্গত গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠেয় প্রজাতন্ত্র দিবস কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

যোগ্যতা সম্পন্ন প্রাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কেবিনেটের অনুমোদন বলে ঘোষণা মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

নিয়োগ পরীক্ষার সহ যেকোনো ধরনের পরীক্ষায় নকল আটকাতে সরকার কঠোর আইন আনতে চলেছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকদের জন্য সুখবর। ৫০০ বছরের প্রতীক্ষার পর অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিনটিতে সহকারী অধ্যাপকদের জন্য সুখবর নিয়ে এসেছে। যোগ্যতা সম্পন্ন প্রাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কেবিনেট অনুমোদন জানিয়েছে বলে ঘোষণা করলেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তাছাড়া নিযোগে পরীক্ষার সহ যেকোনো ধরনের পরীক্ষায় নকল আটকাতে সরকার কঠোর আইন আনতে চলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অযোধ্যার রাম মন্দিরে ভগবান রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কার্যসূচিতে সারাদিনব্যাপী বিভোর থাকার পর সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে মহানগরের অসম সচিবালয়ের লোকসেবা ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অসম কেবিনেটে গ্রহণ করা যাবতীয় সিদ্ধান্ত অবগত করিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। মিডিয়া সেন্টারে আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন প্রাদেশিকীকৃত মহাবিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসারের প্রমোশনে অনুমোদন জানিয়েছে কেবিনেট। যোগ্যতা সম্পন্ন এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অর্থাৎ সহকারী অধ্যাপকদের কেবিনেটে অনুমোদন জানানো পদোন্নতি কার্যকরী হবে যখন তারা ২০২৪ সালের ৩১ মার্চের আগে জমা দিতে হবে ইমমোবেবল প্রোপার্টি রিটার্নস মোবেবল প্রোপার্টি রিটার্নস জমা দেবেন। এই রিটার্ন্স জমা দেওয়ার পরই যোগ্যতা সম্পন্ন সহকারী অধ্যাপকদের পদোন্নতি সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন নিযোগে পরীক্ষার সহ যেকোনো ধরনের পরীক্ষায় নকল আটকাতে এবার আসাম পাবলিক এক্সামিনেশন মেজারস প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস রিক্রুটমেন্ট বিল ২০২৪ এ অনুমোদন জানিয়েছে কেবিনেট। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ কিংবা অনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে পারবে সরকার। পরবর্তীকালে এই বিল বিধানসভায় উত্থাপন করা হবে বলে তিনি জানান। অন্যদিকে মন্ত্রী বলেন গহপুরে শহীদ কনকলতা বড়ুয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে কেবিনেট অনুমোদন জানিয়েছে। আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনে এই সংক্রান্তে বিল উত্থাপন করবে সরকার।

তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে মিশন বসুন্ধরা ২.০ অব্যাহত রয়েছে। এর মাধ্যমে সরকার ২২৯৬৫৯ ব্যক্তিকে বিভিন্ন জেলায় জমির পাট্টা প্রদান করেছে। এবার তিনসুকিয়া, ধেমাজি, শোনিতপুর, নগাঁও, বিশ্বনাথ, কামরূপ, কামরুপ মেট্রো, বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া, ধুবড়িতে ৪১৮ জন জমিহীন ভূমিপুত্র ব্যক্তিকে জমির পাট্টা প্রধানের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন মিশন বসুন্ধরা ২.০ এর অধীনে জমির পাট্টা দেওয়া ২২৯৬৫৯ জন ব্যক্তির মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর জন্য ১৬ শতাংশ, তফসিলি উপজাতির জন্য ৩৮ তফসিলি জাতির জন্য ৫ শতাংশ এবং ওবিসি ৩৭ শতাংশ তথা এমওবিসি ৪ শতাংশ রয়েছে। অর্থাৎ মিশন বসুন্ধরায় ৮৪ শতাংশ জমি শুধুমাত্র এসটি এবং ওবিসি এমওবিসিকে দেওয়া হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গত ১ জানুয়ারিতে শুধুমাত্র ভূমিপুত্র দের মিশন বসুন্ধরার অধীনে জমির পাট্টা দেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা করেছিলেন।

তিনি বলেন ভিজিআর পিজিআর ডিরিজার্ভেশন করে সাতটি ভূমিপুত্র পরিবারকে জমি প্রদানে কেবিনেটে অনুমোদন জানানো হয়েছে। তাছাড়া বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের উদ্দেশ্যে সাধারণ কাজের জন্য সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট হিসেবে ২০২৩-২৪ সালের এসওপিডিজি বাবদ ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে এদিনের মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিনে বিশেষ

১৯৩৪ সালে, কালিকাপুরের বিপ্লবীরা ব্রিটিশ অত্যাচারের প্রতিবাদে থানাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৩৪ সালে পোটকার কালিকাপুর গ্রামের বিপ্লবী মাটিতে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ পূর্ব সিংভূম জেলার অন্তর্গত পোটকা ব্লকের কালিকাপুর গ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বর্নিম ইতিহাসকে গর্ভে ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু কালিকাপুর গ্রাম আজও ইতিহাসের পাতায় অস্পৃশ্য রয়ে গেছে। এখানকার কুমোরদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় কালিকাপুর থানায় ভাঙচুর এবং তৎকালীন ইন্সপেক্টর কালী প্রসাদকে মারধর এবং এই ঘটনার পর স্বাধীনতায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুক দেশের কালিকাপুরে এসে এক জনসভায় ভাষণ দেন।ভাষণের কথা আজও সবার মনে পড়ে। দেশের স্বাধীনতার সময় এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন কালিকাপুরের ঈশান চন্দ্র ভকত, কমল লোচন ভকত ও হরিচরণ ভকত। ঈশান চন্দ্র ভকতের নাতি ডাঃ বিকাশ চন্দ্র ভকত তার দাদুর বর্ণিত তৎকালীন ঘটনার তথ্য দিতে গিয়ে বলেন, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগে কালিকাপুর গ্রামে ব্রিটিশরা একটি থানা তৈরি করেছিল। ১৯৩৪ সালে কালী প্রসাদ এই থানায় ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার নিপীড়নমূলক নীতিতে এখানকার মানুষ চরমভাবে ব্যথিত হয়। এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। এই তিন ভাইয়ের বাসার সামনে স্থানীয় গ্রামবাসীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কালিকাপুর থানার তৎকালীন ইন্সপেক্টর কালী প্রসাদের অত্যাচার ও নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী কিছু প্রবীণ আজই করুন নীতি অনুসরণ করতে সম্মত হন। তারা বলেন, অবিলম্বে কেন থানায় হামলা করা হচ্ছে না। এতে গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় হামলা চালায় এবং থানা চত্বরে তৎকালীন ইন্সপেক্টর কালী প্রসাদকে মারধর ও থানা ভাংচুর করে। প্রথমে ইশান চন্দ্র ভকত ও কমল লোচন ভকতের বড় ভাই হরিচরণ ভকত ইন্সপেক্টরকে মারধর করে। এই ঘটনার পর কালিকাপুর থানার পরিদর্শক কালী প্রসাদ থানা ছেড়ে পালিয়ে যান।

নেতাজির ভাষণের পর গ্রামের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে

ঘটনার খবর পৌঁছে যায় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর কাছে। দুদিন পর নেতাজি কালিকাপুর গ্রামে পৌঁছলেন। গ্রামবাসী জড়ো হয় এবং একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজি সভায় গ্রামবাসীদের মধ্যে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তোলেন। তার বক্তৃতা আগুনে ইন্ধন যোগ করেছে। গ্রামবাসীর মনে দেশের স্বাধীনতার জন্য মরার ঢেউ উঠতে থাকে। নেতাজির শক্তিশালী বক্তৃতার পর গ্রামের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই সময় নেতাজি বলেছিলেন যে ভারত এখনও ব্রিটিশ শাসনের অধীনে রয়েছে। তাদের শাসনে তারা ভারতের জনগণের ওপর দমননীতি অবলম্বন করছে। ভারত দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকে আছে। এই শৃঙ্খল ভাঙতে পারে একমাত্র দেশপ্রেমিক, এই শৃঙ্খল ভাঙলেই আমরা স্বাধীনতা পাব। যার জন্য ভারতের সকল বর্ণ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে একত্রিত হয়ে স্বাধীনতা আঃেদালন করতে হবে এবং দেশ স্বাধীন হবে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন যে, কালিকাপুরের লোকেরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এখানে থানার দমন নীতির বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে আন্দোলনের প্রতি মানুষের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ রয়েছে। এ সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন জামশেদপুরের ডিকস্টা সাহেব, অতুল কৃষ্ণ দত্ত, হরিচরণ ভকত, শিবচরণ ভকত, পরেশ ভকত (গোপালপুরের মুক্তিযোদ্ধা), শশধর ভকত, সত্যানন্দ ভকত, ফুলচাঁদ ভকত, স্বাসপুর গ্রাম প্রধান লক্ষীচরণ ভকত, সর্দার মহেশ্বর ভকত (মাতকমডিহ), শিব রাম পান্ডা, কেশব ভকত, সঞ্জয় ভকত, নীলমোহন ভকত, চন্দ্র মোহন ভকত, শিশির কুমার ভকত, পূর্ণ চন্দ্র মন্ডল, রুহিদাস কৈবর্ত, ভবদেব ভকত, ভূপতি ভকত, রাশেদ ভকত, বিহারী ভকত ইত্যাদি দেশপ্রেমিক জনগন স্বাধীণতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

বাবরকে চাপে ফেলতে না পারার আক্ষেপ মাশরাফির

রংপুর ঃ ‘ভিনি, ভিডি, ভিসি’-এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। কথাটা রোমান নৃপতি জুলিয়াস সিজারের। তবে আজ বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকার্স-রংপুর রাইডার্স ম্যাচ শেষে বাবর আজমও এমন কথা বলতে পারেন। গতকাল রাতে ঢাকায় পৌঁছে আজ মাঠে নেমেই দল জিতিয়েছেন। তাঁর অপরাজিত ৫৬ রানের ইনিংসে সিলেটকে ৪ উইকেটে হারায় রংপুর। তবে ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি তারকাকে চাপে না ফেলার আক্ষেপ ঝরেছে সিলেট অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজার কণ্ঠে। মাশরাফির সিলেট আগে ব্যাট করে ৮ উইকেটে ১২০ রান তুলেছিল। ১০ বল হাতে রেখে ম্যাচটি জিতেছে রংপুর। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আরও ২০-২৫ রান করতে না পারার আক্ষেপ করেছেন মাশরাফি। সেটা করতে পারলে বাবরকে চাপে ফেলা যেত বলে মনে করেন তিনি। মাশরাফি বলেছেন, ‘ওর (বাবর) জন্য খুব আইডিয়াল ম্যাচ এটা। কারণ, বলে বলে রান করা ওর জন্য খুব সহজ। এই কাজে ও মাস্টার আমার কাছে মনে হয়। তো রানটা যদি ১৪০ হতো তখন ওর জন্য খুব কঠিন হতো। ওর ব্যাটিংয়ের যে ধরন ১২০ বলে ১২০ করা এক হিসাব, ১৪০ করা আরেক হিসাব। এ জন্য বলছিলাম, মাঝের ওভারে ৩-৪ রান করে তিন-চারটা ওভার দেওয়া গেলে ও (বাবর) চাপটা টের পেত। যেটা হয়তো বা আমরা পারিনি।’ ৬ চারে ৪৯ বলে ম্যাচ জেতানো ইনিংসটি খেলেন বাবর। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টিতে তাঁর ক্যারিয়ার স্ট্রাইক রেট ১২৯.১২। আজ তাঁর চেয়েও কম স্ট্রাইক রেটে (১১৪.২৮) ব্যাট করে দল জিতেয়েছেন বাবর। এর অর্থ হলো, ওভারপ্রতি গড়ে ৬ রান করে তোলার লক্ষ্যে ওপেনিংয়ে নেমে তেমন চাপ অনুভব করেননি। কারণ, বলে বলে রান তোলা তাঁর ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি। এ ম্যাচে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয়নি বাবরকে। এমনিতে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের স্ট্রাইক রেট (১২৯.১২) পাকিস্তানেই মাঝেমধ্যে সমালোচনা হয়। তিনি বড় শট খেলার ব্যাটসম্যান না-এমন একটা মতামতও প্রচলিত আছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। মাশরাফির কথায় প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে। মাশরাফি বলেছেন, ‘(ম্যাচে) যে পরিস্থিতি ছিল, অবশ্যই বাবর আজম অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, কিন্তু এমন না যে ও হিট (শট খেলা) করে ম্যাচ জেতাবে-আমরা প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিতে পারিনি। স্ট্রাইক অদলবদল করে খেলতে না পারলে তাকে শটস খেলতে হতো, তখন ভুল করত। বাবর আজম ও রকম শটস খেলা প্লেয়ার না, যে শটস খেলে ম্যাচের গতি পাল্টে দেবে। ওই চাপটা আমরা কোনো দিক থেকেই তৈরি করতে পারিনি।’ সিলেট অধিনায়ক বোঝাতে চেয়েছেন, স্কোরবোর্ডে আরও অন্তত ২০ রান যোগ হলে বাবরকে প্রত্যাশিত চাপে ফেলা যেত। তখন শট খেলতে গিয়ে ভুলের খেসারত দিয়ে তিনি আউটও হতে পারতেন আর তাতে ম্যাচের ফলও অন্য রকম হতে পারত। সিলেটের হয়ে ব্যাটিংয়ে আজ কেউই তেমন ভালো করতে পারেননি। দুই বিদেশি বেনি হাওয়েল ও বেন কাটিং ৩৭ রান করেন। এরপর শুধু নাজমুলই রানসংখ্যা দুই অঙ্কে (১৪) নিতে পেরেছেন।

রিয়াল আলমেরিয়া ম্যাচের ভিএআর বিতর্ক নিয়ে বার্সা সভাপতি যা বললেন

বার্সেলোনা ঃ ম্যাচের তখন ৫৩ মিনিট। ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়াল মাদ্রিদ পয়েঃট তালিকার তলানিতে থাকা আলমেরিয়ার বিপক্ষে ০-২ গোলে পিছিয়ে। এমন সময় ম্যাচে ঘটল এক এক করে তিনটি বিতর্কিত ঘটনা। তিনটি ঘটনাই ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর)। তিনটি সিদ্ধান্তই রিয়ালের পক্ষে গেছে। এ নিয়ে গত পরশু রাতেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে আলমেরিয়া। রিয়াল ৩-২ গোলে ওই ম্যাচ জেতার পর দলটির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার কোচ জাভি হার্নান্দেজও এ বিষয় নিয়ে অসন্তোষের কথা বলেছেন। এবার রিয়াল-আলমেরিয়া ম্যাচে রেফারির বিতর্কিত ওই তিন সিদ্ধান্তকে ‘দুঃখজনক’ বলে আখ্যা দিয়েছেন বার্সেলোনার সভাপতি হোয়ান লাপোর্তা। এক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, ‘গতকাল (গত পরশু) বার্নাব্যুতে যা ঘটেছে, সেটা দুঃখজনক।’

ম্যাচের প্রথম বিতর্কিত ঘটনাটি ম্যাচের ৫৩ মিনিটে। ফ্রান গার্সিয়ার ক্রস আলমেরিয়ার বক্সের মধ্যে লেগেছিল সেন্টারব্যাক কাইকি ফার্নান্দেজের হাতে। আলমেরিয়ার দাবি, বল কাইকির হাতে লাগার আগে তাঁকে ফাউল করেছিলেন রিয়ালের হোসেলু। কিন্তু রেফারি ভিএআরে শুধু হ্যান্ডবলই পরীক্ষা করেছেন। হ্যান্ডবল হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দিয়েছেন পেনাল্টি। তা থেকে গোল করে জুড বেলিংহাম ব্যবধান কমান।

৬১ মিনিটে আবার ভিএআরের সাহায্য চান রেফারি। আলমেরিয়ার আরিবাস বল রিয়ালের জালে পাঠান। কিন্তু গোলটি বিল্ডআপের সময় মাঝমাঠে বেলিংহামের মুখে থাপ্পড় মেরেছিলেন আলমেরিয়ার এক খেলোয়াড়। এটি ফাউল ছিল কি না, সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান রেফারি। পরে তিনি গোল বাতিল করে ফাউল দেন আলমেরিয়ার বিপক্ষে। আর ৩ নম্বর ঘটনাটি ৬৭ মিনিটে। চুয়ামেনির ক্রসে ভিনিসিয়ুস গোল করেন। প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল, ভিনিসিয়ুস হেড থেকে গোল করেছেন। কিন্তু আলমেরিয়ার খেলোয়াড়েরা হ্যান্ডবলের আবেদন করেন। পরে দেখা যায় বল ভিনিসিয়ুসের কাঁধে লেগে জালে ঢুকেছে। বলটি ভিনিসিয়ুসের হাতের বৈধ জায়গায় লেগেছে কি না, সেটা পরীক্ষার জন্য ভিএআরের সাহায্য নেন রেফারি। পরে তিনি সেটি গোলই দেন।

এই তিন ঘটনা নিয়ে ম্যাচ শেষে আলমেরিয়া মিডফিল্ডার গনজালো মেরেলো বলেছেন, ‘মনে হচ্ছে, আমরা আজ ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছি। এটা একদমই পরিষ্কার। ম্যাচে ফেরার জন্য ওদের এ ছাড়া কিছু করার ছিল না। এবারের মৌসুমে আমাদের সঙ্গে এ রকমটা কয়েকবার হয়েছে। অভিযোগ না করলে তারা কান দেয় না। আমরা কখনোই কিছু বলিনি। কিন্তু আজ সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। যা ঘটেছে, অবিশ্বাস্য।’

আর্জেন্টিনার মেসি, ইতালির রিভা, বিশ্বকাপজয়ী অন্য সব দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা কারা

স্পেন ঃ চলে গেলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইতালির সর্বোচ্চ গোলদাতা জিজি রিভা। গতকাল রাতে ৭৯ বছর বয়সে মারা গেছেন ইতালির হয়ে ৩৫ গোল করা সেন্টার ফরোয়ার্ড। মাত্র ৩৫ গোল করেই দেশের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা-১৯৭০ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা রিভা অন্য রকম এক রেকর্ডেরও মালিক। রেকর্ডটি বিশ্বকাপ জেতা দলগুলোর সর্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে কম গোলের। উরুগুয়ে, ইতালি, জার্মানি, ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও স্পেন-এ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছে এই আটটি দল। এর মধ্যে শুধু ইতালির কোনো খেলোয়াড়েরই আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৫০ গোল নেই। কেন নেই, সেই প্রশ্নের উত্তরে ইতালির খেলার ধরন চলে আসবে স্বাভাবিকভাবেই। ইতালি যে চিরকালই রক্ষণনির্ভর দল হিসেবে পরিচিত। ইতালি সর্বশেষ যেবার বিশ্বকাপ জিতেছে, সেই ২০০৬ বিশ্বকাপটাই বড় উদাহরণ হতে পারে। বিশ্বকাপ জয়ের পথে ৭ ম্যাচে ১২ গোল করে ইতালি। সর্বোচ্চ ২ গোল ছিল দুজনের-লুকা টনি ও মার্কো মাতেরাজ্জির। লুকা টনির পরিচয় না হয় স্ট্রাইকার, কিন্তু মাতেরাজ্জি? তিনি তো সেন্টারব্যাক ছিলেন ইতালির। ওই বছরের ফিফার বর্ষসেরা খেলোয়াড় ও ব্যালন ডি’অর পুরস্কারজয়ীর নামটাও প্রমাণ। দুটি পুরস্কারই যে জিতেছিলেন ফাবিও ক্যানাভারো-ইতালির আরেক সেন্টারব্যাক ও বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। ‘৩৫’-সংখ্যাটাকে যত কম মনে করা হোক না কেন, জিজি রিভার ম্যাচপ্রতি গোলের সংখ্যা কিন্তু ঈর্ষণীয়। ৪২ ম্যাচেই ৩৫টি গোল করেছেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত জাতীয় দলে খেলা রিভা। ম্যাচপ্রতি তাঁর গোল ০.৮৩। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১০০-এর বেশি গোলের মালিক মেসি-রোনালদোরাও ম্যাচপ্রতি গোলে রিভার চেয়ে অনেক পিছিয়ে।

বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় ম্যাচপ্রতি গোলে সর্বকালের র‍্যাঙ্কিংয়ে দশম স্থানে আছেন রিভা। বিশ্বকাপজয়ী দলের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে রিভার ওপরে নেই কেউ। ম্যাচপ্রতি ০.৭০ গোল নিয়ে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেইন রিভার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। আর ম্যাচপ্রতি গোলে রিভার ওপরে থাকা নয়জনের মধ্যে একজনই আছেন, যাঁকে ফুটবলের সর্বকালের সেরাদের তালিকায় চোখ বুজে জায়গা দেওয়া যায়। সেই তিনি ফেরেঙ্ক পুসকাস। হাঙ্গেরির কিংবদন্তি ৮৫ ম্যাচে করেছেন ৮৪ গোল, ম্যাচপ্রতি প্রায় ০.৯৯ গোল!

দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে ম্যাচপ্রতি সর্বোচ্চ ১.৫ গোল গিনি-বিসাউয়ের নান্দো কোর। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত কো অবশ্য মাত্র ৬টি ম্যাচ খেলে করেছেন ৯ গোল। যাঁদের ৫০ গোলের বেশি আছে, তাঁদের মধ্যে ম্যাচপ্রতি সর্বোচ্চ গোল ডেনমার্কের পল নিয়েলসেনের। ১৯১০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে ডেনিশ খেলোয়াড় ১.৩৭ গড়ে ৩৮ ম্যাচে করেছেন ৫২ গোল। আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ম্যাচপ্রতি গোল ০.৬২। ২০৫ ম্যাচে ১২৮ গোল পর্তুগিজ তারকার। রোনালদো যাঁর রেকর্ড ভেঙেছেন, সেই ইরানি তারকা আলী দাইয়ি ১৪৮ ম্যাচে করেছেন ১০৮ গোল, ম্যাচপ্রতি গোল ০.৭৩। আন্তর্জাতিক ফুটবলে আর যাঁর ১০০ গোল আছে, সেই মেসির ম্যাচপ্রতি গোল ০.৫৯। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ১৮০ ম্যাচে করেছেন ১০৬ গোল।

মেসি-রোনালদোদের মতো বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেলে রিভা কোথায় থামতেন, কে জানে! এই মুহূর্তে বিশ্বকাপজয়ী ৮ দলের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের মধ্যে একমাত্র রিভাই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন। বাকি ৭ দলের ৫টি সর্বোচ্চ গোলদাতা তো জাতীয় দলে খেলে চলেছেন এখনো। বাকি দুজনও এই শতাব্দীর ফুটবলার। আর্জেন্টিনার হয়ে ১০৬ গোল করে মেসিই নির্বাচিত এই তালিকার শীর্ষে। দুইয়ে গত বছর গোলসংখ্যায় প্রয়াত ফুটবল কিংবদন্তি পেলেকে ছাড়িয়ে যাওয়া ব্রাজিল তারকা নেইমার।

৭১ গোল করে তিনে বিশ্বকাপ ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা জার্মান স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোসা। ৫৯ গোল করে এই তালিকার ছয়ে আছেন স্পেনের দাভিদ ভিয়াও। তালিকায় আছেন অলিভিয়ের জিরু, লুইস সুয়ারেজ ও হ্যারি কেইন। বিশ্বকাপজয়ী দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেও বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা আছে চারজনের-মেসি, ক্লোসা, ভিয়া ও জিরু।

হামাস ইসরায়েলের সৃষ্টি এই দাবি কতটা সত্যি?

ইসরায়েল (ওয়েবডেস্ক)ঃ যেসব সংগঠন ইসলামী আন্দোলন করছে, তাদের বিরুদ্ধে শত্রুর সাথে গোপন সম্পর্ক রাখার অভিযোগ একেবারে নতুন কিছু নয়। এই অভিযোগগুলো ছড়ানোর মাধ্যমে সাধারণত তাদের বিরোধীরা কিছু সুবিধা পায়। এমনকি তাদের জনপ্রিয়তা বা তাদের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করতেও এসব অভিযোগ কাজে আসে।

অনেক সশস্ত্র আন্দোলনের গোপন ইতিহাসও এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে আগ্রহ তৈরি করে।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইসলামিক রেসিসট্যান্স মুভমেন্ট বা ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন শুরুতে একটি ইসরায়েলি প্রকল্প ছিল।

এই দাবিটি বিভিন্ন সময়ে মানুষের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। গত বছর ৭ই অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে হামলা এবং পরবর্তীতে গাজায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর স্থল ও বিমান হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হওয়ার পর এই দাবিটি আবার সামনে এসেছে।

কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের সদস্যরা দৃঢ়ভাবে এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে আসছে।

ইসরায়েলের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা, এই অভিযোগকে অসঙ্গত বলে দাবি করেছেন।

এবারে প্রশ্ন উঠেছে - হামাসের উৎপত্তি এবং ইসরায়েলের সাথে তাদের কথিত সংযোগ থাকার বাস্তবতা সম্পর্কে।

এই প্রশ্নে অনেকেই অবাক হতে পারেন, তবে কঠিন হলেও সত্য যে এই অভিযোগ অনেক পুরনো এবং দুই পক্ষের ওপরে এই অভিযোগ সমানভাবে বর্তায়।

এমনকি ইসরায়েলে হামাসের হামলার এক মাস আগে বিবিসি টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে সাবেক ফিলিস্তিনি মন্ত্রী এই দাবিটি তুলে ধরেছিলেন।

যার পরে অনেক বিদেশি সংবাদপত্রে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে একই দাবির পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, কয়েক দশক আগে মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক প্রকাশ্যেই এই দাবিটি তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া মার্কিন কংগ্রেসে এক রিপাবলিকান সেনেটরও এ বিষয়ে কথা বলেছেন। ইসরায়েলি নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেটের কর্মকর্তারাও অভিযোগ তুলেছেন। তবে শুধু হামাস সদস্যরা নয়, ইসরায়েলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এ ধরনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং একে 'ভিত্তিহীন' বলেছেন। কিন্তু, এই দাবির সত্যতা কী? কিসের ভিত্তিতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? হামাসের সামরিক ইতিহাসের কোন পর্যায়ে এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে? বিবিসির অ্যারাবিক সার্ভিস থেকে নেয়া নিবন্ধে, এই বিশাল রহস্যের অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

হামাসের দীর্ঘ প্রচেষ্টা

এটা উল্লেখ করা উচিত যে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন বা হামাস রাতারাতি আবির্ভূত হয়নি। এটি গঠনের এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই যাত্রাকে মোটা দাগে দুটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম অংশ ঃ ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ফিলিস্তিন অঞ্চলে হামাস বা ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা গিয়েছিল। ফিলিস্তিনের গাজা, জেরুসালেমের শেখ জাররাহ অঞ্চল এবং অন্যান্য শহরে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রথম শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। বলা যায়, ওইসময় থেকেই ফিলিস্তিনি অঞ্চলে এই আন্দোলনের শিকড় তৈরি হয়।

দ্বিতীয় অংশ ঃ ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ বা ছয়দিনের যুদ্ধের পর থেকে মুসলিম ব্রাদারহুডের তরুণ সদস্যদের সাথে আরব শেখ এবং দলের নেতাদের মতানৈক্য দেখা দেয়।

(ছয়দিনের যুদ্ধে মিশর-সিরিয়া-জর্ডান এই তিন আরব রাষ্ট্রের জোটের সাথে ইসরায়েলের লড়াই হয়েছিল। যেখানে ইসরায়েল বিজয়ী হয়।)

যার ধারাবাহিকতায় তরুণ ব্রাদারহুড সদস্যদের মধ্যে সামরিকভাবে সংগঠিত হওয়ার ধারণা দানা বাধে।

ঐতিহাসিকরা বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়নের ভিত্তিতে জানিয়েছেন, ফিলিস্তিন অঞ্চলে মুসলিম ব্রাদারহুডের যে ইতিহাস, তার একটি বড় অংশ জুড়ে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

যেমন মুসলিম ব্রাদারহুডের কার্যক্রমের একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ, অ্যাডভোকেসি এবং সচেতনতা বাড়ানো। সেইসাথে তারা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মসজিদ নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছিল।

মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ইতিহাস কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়েছিল ঃনিষেধাজ্ঞা থেকে শুরু করে এর হাজার হাজার সদস্য কারাবাস এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং ১৯৬৬ সালে তাদের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়।

মুসলিম ব্রাদারহুডের এ ধরনের তৎপরতা দেখে ধারণা করা যায়, ফিলিস্তিনে যখন তারা সংগঠিত হচ্ছিল বা কার্যক্রম চালাচ্ছিল তখন তারা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে তাদের উদ্দেশ্য সামরিকভাবে সংগঠিত হওয়া ছিল না। বরং তারা বেশি মনোযোগ দিয়েছিল ফিলিস্তিনিদের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দিকে।

এই প্রসঙ্গে, হামাসের প্রাক্তন ও অন্যতম প্রধান নেতা খালেদ মেশাল, যিনি এখন ফিলিস্তিনের বাইরে থাকেন তিনি বলেছেন, ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে ওই অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী, নাসেরবাদী (পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, আরব জাতীয়তাবাদ মতাদর্শ) বাথিস্ট (আরব জাতির ঐক্যের মতাদর্শ) এবং কমিউনিস্ট বা বামপন্থীরা ফিলিস্তিনের ক্ষমতায় আসে এবং ফিলিস্তিন জুড়ে তাদের আধিপত্য ছিল।

কমিউনিস্ট নেতারা ফিলিস্তিনের ক্ষমতায় আসায় ইসলামপন্থীদের উপর তাদের চাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং তারা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। এ কারণে মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্যরা ফিলিস্তিন থেকে কিছু সময়ের জন্য সরে থাকতে বাধ্য হয়।

কারণ তারা ওইসব মতাদর্শের অংশ ছিল না। ওইসব অঞ্চলে ইসলামপন্থীদের উপস্থিতিকে স্বাগত জানানো হয়নি, এমনকি তাদের জন্য চাকরির কোনো সুযোগ ছিল না, মিশালের প্রেস বিবৃতি উল্লেখ করা হয়।

এই নিবন্ধের বাকি অংশে, হামাস গঠনের পথে দ্বিতীয় স্তরের সংগ্রামের ইতিহাস ব্যাখ্যা করা হবে, অর্থাৎ ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৮৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হামাস আন্দোলন শুরু হওয়ার বছর পর্যন্ত।

লাল মিনার ঃ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতীক

১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আরব দেশগুলোর পরাজয়ের পরে ইসরায়েলের সাথে সংঘাত পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে এবং এই সংগ্রাম নতুন রূপ নিতে শুরু করে বলে মনে করা হয়।

হামাস আন্দোলনের প্রথম মুখপাত্র এবং তাদের সাবেক নেতা ইব্রাহিম ঘোষেহ, তার দ্য রেড টাওয়ার শিরোনামের স্মৃতিকথায় এই পরাজয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতিক্রিয়া এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের তরুণদের উপর এই আন্দোলনের প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। ঘোষেহ তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন, সেই সময়ে জর্ডানে ব্রাদারহুডের সমন্বয়কারী বা জেনারেল কন্ট্রোলার, মুহাম্মদ আবদ আল-রহমান খলিফা একটি ইসলামী সম্মেলন করেছিলেন।

সেই সম্মেলন যে প্রতিক্রিয়া তৈরি করে তা নিয়ে ঘোষেহ এবং তার প্রজন্মের তরুণরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কারণ সেখান থেকে ফিলিস্তিনের ভবিষ্যতের জন্য কোন সুস্পষ্ট সমাধান আসেনি, এবং ইসলামিক জিহাদি সংগঠন গঠন করার বিষয়ে কোন আহ্বান জানানো হয়নি। দ্য রেড টাওয়ার শীর্ষক স্মৃতিকথায় আরও বলা হয় যে, এই ব্যাপারটি ব্রাদারহুডের যুবকদের মধ্যে যারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চেয়েছিল তাদের উস্কে দেয়। তারা দলের মধ্যে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করতে চেয়েছিল এবং মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদের না জানিয়ে নিজেরাই অস্ত্র হাতে নেয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

১৯৭০ সালে জর্ডানের ফাতাহ ক্যাম্প ঃ যখন ইয়াসির আরাফাত এবং তার কয়েকজন সঙ্গী ফাতাহ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তারা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে সশস্ত্র সংগ্রামকে বেছে নেন এবং তারা বহু বছর ধরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

ফলস্বরূপ, তিনি গোপনে আল-ফাতাহ মুভমেন্টের সাথে জর্ডানে মুসলিম ব্রাদারহুডের তরুণ সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুত করতে রাজি হন।

সেই সময়ে জর্ডানে এই প্রস্তুত করার কৌশলটি শেখদের নিয়ম হিসাবে পরিচিত ছিল।

১৯৬৮ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল, কিন্তু ১৯৭০ সালে জর্ডানের 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' বা জর্ডানের গৃহযুদ্ধের সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যায়।

এর কারণ ছিল মুসলিম ব্রাদারহুড নেতারা নিজেদের মধ্যে একটি 'সংস্কার আন্দোলন' তৈরি করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের আন্দোলন চলাকালে তাদের প্রবীণ নেতা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব বেধে যায়।

তরুণরা যখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথ বেছে নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল, তখন নেতারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে রাষ্ট্র গঠনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছিল।

এ কারণে ওই সংগঠনের বেশ কয়েকজন তরুণ সদস্য দল ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং 'জাতীয় ও সংগ্রামী আন্দোলন' গড়ে তোলে যা তাদেরকে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু এই তরুণদের উপর চাপ বাড়তে থাকে।

কারণ তাদের বিরোধীরা সংখ্যায় বেশি ছিল এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় আন্দোলনের আধিপত্যের তুলনায় তাদের অবস্থান ছিল বেশ দুর্বল।

ইয়াসির আরাফাতকে মোকাবিলা করতে হামাসের উৎপত্তি

১৯৭০ এবং ১৯৮০-এই দুই দশকে যখন তরুণদের সশস্ত্র সংগঠনটি সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তখনই ইসরায়েল এবং ইসলামিক গোষ্ঠী যেখান থেকে হামাসের উত্থান হয়েছিল তাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এমন সন্দেহ দেখা দেয়।

মূলত ইসরায়েল এবং তৎকালীন ইসলামপন্থী নেতাদের মধ্যে 'সম্পর্ক' রয়েছে এমন সন্দেহ থেকে এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল।

যারা এই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক। তিনি হামাস আন্দোলনকে ইসরায়েলি সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছিলেন। মিশরীয় সামরিক বাহিনীর সাথে বৈঠকে মুবারকের একটি পুরানো ভিডিও রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ 'ইসরায়েল হামাসকে পিএলও-এর (প্যালেস্টাইন লিবারেশন মুভমেন্ট) বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য তৈরি করেছে। যার নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াসির আরাফাত।

এই অভিযোগ শুধু হোসনি মোবারক একা করেননি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ বা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের প্রাক্তন সদস্য রন পল, যিনি ১৯৮৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। তিনি ২০০৯ সালে মার্কিন কংগ্রেসে বলেছিলেন আপনি যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকান, আপনি জানেন যে হয়তো ইয়াসির আরাফাতকে মোকাবেলা করার জন্য ইসরাইল হামাসকে তৈরি করতে চেয়েছিল এবং তারা (ইসরায়েল) হামাসকে তৈরি করতে সহায়তা করেছিল। এছাড়া, হাসান আসফোর যিনি ফিলিস্তিনের সাবেক মন্ত্রী এবং ১৯৯৩ সালে গোপন অসলো আলোচনায় ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে বিবিসি টেলিভিশনকে বলেছিলেন যে হামাস মূলত একটি মার্কিন পরিকল্পনার অংশ। কিছু আরব দেশ, ইসরায়েল এবং পিএলও এর মধ্যে চুক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যারা কিনা ফিলিস্তিনে পিএলও এর সমান্তরাল বিকল্প হতে পারবে।

এই বিষয়ে ফিলিস্তিনি গবেষক, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমেদ জামিল আজম বলেছেন, এসব অভিযোগ নতুন কিছু নয়। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিভাজনের দাবিকে ইন্ধন দেওয়ার জন্য ইসরায়েলিরা নিজেরাই এই অভিযোগগুলিতে ভূমিকা পালন করেছে।

কয়েক দশক আগে হোসনি মুবারকের বিবৃতি সম্পর্কে, আহমেদ জামিল আজম বিবিসিকে আরও জানান, মিশরীয় সরকারের অবস্থান তাদের স্বার্থ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতো।

মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রতি মিশরীয় সরকারের বৈরিতার কারণেই এবং হামাসের সাথে উত্তেজনার কোন মুহূর্তে সম্ভবত এসব অভিযোগ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, হোসনি মোবারক এবং তার গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক ওমর সুলেইমানের সাথে হামাসের সম্পর্ক কিছু সময়ের জন্য খুব ভালো ছিল। এতোটাই ভালো ছিল যে তারা গাজা উপত্যকায় অস্ত্র প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল। এটা বলা যেতে পারে যে, হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে নিষিদ্ধ সম্পর্কের অভিযোগ ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের প্রেক্ষাপটে আসে। যখন মুসলিম ব্রাদারহুড ফিলিস্তিনি অঞ্চলে তথাকথিত মসজিদের যুগ শুরু করেছিল, যা আনুমানিক ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

মসজিদের যুগ বলতে এমন এক সময়কে বোঝায় যখন তারা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অনেক মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং তরুণ প্রজন্মকে একীভূত ও সংগঠিত করেছিল।

যেন জায়নবাদী স্রোত (ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি বসতি) মোকাবিলায় মুসলিম ব্রাদারহুডের মতবাদকে আরও অন্তর্ভুক্ত এবং গভীর করার যায়।

খালেদ আল-হরুব তার বই হামাস ঃ পলিটিক্যাল থট অ্যান্ড প্র্যাকটিস-এ এসব কথা বলেছেন।

হারুব তার বইতে লিখেছেন যে, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরে ইসলামপন্থীরা সৃষ্ট সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করেছিল, কারণ ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের সাথে সাথে নাসেরবাদীদের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে শূন্যতা দেখা দেয়।

খালেদ হারুব লিখেছেন যে পরবর্তী সাংগঠনিক পর্যায়টি ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল এবং ১৯৮০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই পর্যায়ে, ইসলামী ছাত্রদল, ক্লাব, দাতব্য সমিতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল, যেগুলো নতুন এবং তরুণ ইসলামী দলগুলির মধ্যে বৈঠক ও আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

আমি শিন বেটের প্রধান ছিলাম এবং আমি দেখেছি কিভাবে হামাস গঠিত হয়েছে

নিউ ইয়র্ক টাইমস ১৯৮১ সালে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল, যেখানে সংবাদপত্রটি সেই সময়ের গাজার সামরিক গভর্নর আইজ্যাক সেগেভের সাথে কথা বলেছিল।

ইয়েটজাক সেগেভ বলেছিলেন ঃ ইসলামী মৌলবাদীরা ইসরায়েলিদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। ইসরায়েল সরকার আমাকে তহবিল সরবরাহ করেছে এবং মসজিদ নির্মাণে সহায়তা করছে।

ওই নিবন্ধে একটি বিষয় উঠে আসে তা হল, এই তহবিলের উদ্দেশ্য ছিল, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন পিএলও এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এমন একটি গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে তোলা।

যাইহোক, সম্প্রতি ইসরায়েলি ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে, ইয়াকভ পেরি, যিনি ইসরায়েলি নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেটের প্রধান হিসাবে কাজ করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ

আমি ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সংস্থার প্রধান ছিলাম। আমি হামাস আন্দোলনের উত্থান দেখেছি। তখন আমাদের কাছে এটি একটি সামাজিক আন্দোলনের মতো মনে হয়েছে যারা জনগণের চাহিদা পূরণে কাজ করে। ইসরায়েলের অনেক মানুষের অভিযোগ যে, শিন বেট ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে হামাসের রাজনৈতিক কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য নয়। ১৯৯৯ সালে আল জাজিরা টিভির উইটনেস টু দ্য এজ প্রোগ্রামে হামাস আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের কাছে এই একই বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি ভিন্ন কিছু বলেন। শেখ আহমেদ ইয়াসিন বলেন, তিনি মনে করেন না যে ইসরায়েলের সেই সময়ে কোন বাজেট সমস্যা ছিল। ওই সাক্ষাৎকারে, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে ইসরায়েল সেই সময় দখলকারী শক্তি হিসাবে বেতন দিচ্ছিল। তিনি তার সাক্ষাৎকারে আরও বলেন, ইসরায়েল তাদের কর্মচারীদের মজুরি এবং পেনশন দিতে শুরু করে যারা প্রথমে বিনা বেতনে এবং পরে বেতনসহ কাজে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছিল। ইয়াসিন আরো বলেন, ইসরায়েল গাজা দখলের পরে গাজায় স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে এই বেতন দেয়া শুরু করে। আমি একজন শিক্ষক হিসাবে কাজ করার জন্য প্রতি মাসে ২৪০ ইসরায়েলি পাউন্ড পেতাম... এবং একটি মসজিদে প্রচারক হিসেবে কাজ করার জন্য ৪০ পাউন্ড পেতাম...এই পরিমাণ টাকা যাওয়া আসার গাড়ি ভাড়ায় চলে যেতো। ওই বেতন যথেষ্ট ছিল না। তিনি বলেন।

স্বার্থের অনিচ্ছাকৃত ছেদ

হিব্রু ইউনিভার্সিটির ট্রুম্যান ইন্সটিটিউটের গবেষক ড. রনি শাকেদ বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, সামাজিক ধর্মীয় আন্দোলন নিয়ে ইসরায়েলের কোনো সমস্যা নেই, তিনি আরও বলেন, ব্রাদারহুড সেই সময়ে ইসরায়েলের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি।

শাকেদ, ১৯৭০-এর দশকে একজন প্রাক্তন শিন বেট কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেন যে ইসরায়েল কখনই ইসলামপন্থীদের পেছনে অর্থায়ন করেনি, এবং তাদের অবদান লাইসেন্স দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, ইসলামপন্থীদের অর্থ দেয়া হয়নি। সমর্থন এবং বিভ্রান্ত এই দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে রনি শাকেদের বক্তব্যের সাথে আহমেদ আজমের কথা মিলে যায়।

উভয় গবেষকই বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী আন্দোলন ইসরায়েলকে মোকাবিলা করতে যে পথ বেছে নিয়েছিল সেখানে কোন অস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। যা তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। ইসরায়েল তার নিজস্ব স্বার্থে ইসলামপন্থীদের থেকে নিজেদের মনোযোগ সরিয়ে নেয়... এবং তাই উভয় গবেষকই একে ব্রাদারহুডের প্রতি ইসরায়েলি সমর্থন হিসাবে বিবেচনা করতে আপত্তি জানিয়েছেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে ইসরায়েলের যোগাযোগের প্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রেক্ষাপটে এবং ইসরায়েলের অর্থায়ন বা ইসলামিক মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দেওয়া বিষয়ে ১৯৯২ সালে প্রকাশিত ফিলিস্তিনে ইসলামিক বন্দোবস্তের জন্য ইসরায়েলি নীতি শিরোনামের একটি বই খুঁজে পাই। ব্রিটিশ লেখক মাইকেল ডেম্পার সেখানে বলেছেন যে, সামরিক গভর্নর হিসেবে তিনি প্রথম যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল ১৯৬৭ সালে, তিনি এক ইসরায়েলি কর্মকর্তাকে গাজা উপত্যকায় ধর্মীয় বিষয় দেখভালের জন্য নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তার কাজ ছিল সামরিক সরকারকে ইসলামী এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত করা। যদিও ব্রিটিশ লেখক এটাও লিখেছেন যে ইসরায়েল, ১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের সামনে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক ধরে রাখতে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল, তিনি এই মসজিদগুলোর নির্মাণ নিয়ে এবং ইসরায়েলের অর্থায়ন নিয়ে মসজিদগুলোর পরিচালকদের মধ্যে বিরোধের কথা উল্লেখ করেননি।

এটি ছিল অবহেলা... এবং আমরা কখনই হামাসকে অর্থায়ন করিনি

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা গাজা উপত্যকার ভেতরে হামাসের বিস্তৃতির সময় আঃেদালনকে কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে সম্পর্কে একেক ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে। যদিও ইসরায়েলের প্রাক্তন কর্মকর্তারা 'হামাসকে সমর্থন ও সৃষ্টি' নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন, ২০০৯ সালের নিউইয়র্ক টাইমসের একটি নিবন্ধে শালোম হারারিকে উদ্ধৃত করা হয়। যিনি হামাস গঠনের সময় গাজায় একজন ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দা কর্মকর্তা ছিলেন। তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আমরা কোনোভাবেই হামাসকে সমর্থন করি না । ইসরায়েল কখনই হামাসকে অর্থায়ন করেনি, এবং ইসরায়েল কখনই হামাসকে অস্ত্র সহায়তা দেয়নি ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে যেসব সতর্কতা ছিল সেগুলো উপেক্ষা করা হয়েছে, এর পিছনে কারণ ছিল অবহেলা, ইসলামপন্থীদের শক্তিশালী করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই প্রসঙ্গে, শেখ আহমেদ ইয়াসিন বলেছেন যে ইসরাইল অন্য সব সংস্থার মতো ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোকেও নজরদারি করছিল... এবং এই অঞ্চলে সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করেছিল। প্রত্যেককে তাদের মতো বিকাশ হওয়ার সুযোগ দেয়া হয় এবং যখন সময় আসে তখন তাদেরকে একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয় নাহলে হত্যা করা হয়।

ফলাফল তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে

যারা হামাস তৈরির জন্য ইসরায়েলকে অভিযুক্ত করে তারা বিশেষভাবে ১৯৭০-এর দশকে গাজায় 'ইসলামিক সোসাইটি' এবং 'ইসলামিক একাডেমী' প্রতিষ্ঠার দিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করে।

গত শতাব্দীতে মুসলিম ব্রাদারহুডের বর্ণনা অনুসারে, এটি ইসরায়েলি আইনের ছত্রছায়ায় গঠিত হয়েছিল এবং তাদের কার্যকলাপ শুধুমাত্র ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা আইন ভঙ্গ করেনি এবং ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়নি।

হামাস আন্দোলনের আধ্যাত্মিক নেতা আহমেদ ইয়াসিন সেই সময়ে উইটনেস টু দ্য এরা-তে বলেছেন, আমরা দখলদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না। এবং সেখান থেকেই ইসলামিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ধারণা এসেছে। ১৯৭৬ সালে ইসলামিক সোসাইটির অফিস মসজিদের একটি কক্ষের মধ্যে ছিল এবং তাদের বেশিরভাগই কার্যক্রম ছিল খেলাধুলা কেন্দ্রীক। ইসরায়েলি লেখক এহুদ ইয়ারি এবং জোয়েভ শেফ ১৯৯০ সালে প্রকাশিত ইন্তিফাদা বইতে লিখেছেন যে ইসরায়েলের বেসামরিক প্রশাসন ইসলামী আন্দোলনের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল যা প্রথম ইন্তিফাদার শুরুর সাথে সাথে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। ইসরায়েল তাদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ে ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করার মতো অবস্থান তৈরি করার সুযোগ দিয়েছিল। এই দুই ইসরায়েলি লেখক আরও বলেছেন, ইসরায়েল ইসলামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের প্রভাব কমানোর জন্য হামাসের উত্থানকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু ইসরায়েল তাদের ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে হামাসের প্রাক্তন নেতাদের একজন ইব্রাহিম ঘোষেহ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এটি মুসলিম ব্রাদারহুড বা শেখ ইয়াসিনের দোষ ছিল না যে ইসরায়েল ভেবেছিল যে পিএলও এর উচিত গাজায় একটি 'ইসলামিক সমাবেশ' প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া। ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন এবং ধর্মীয় আঃেদালনের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করুন, এটি ভ্রাতৃত্ব বাড়াবে। জায়নবাদীরা তাদের হিসাব-নিকাশে ভুল করলে তার পরিণতি তারা নিজেরাই দেখেছে। সেই সময়কাল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, লেখক খালেদ আবু আল-ওমরাইন হামাস ইটস রুটস, অরিজিনস অ্যান্ড পলিটিক্যাল থট বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ একা ইসলামী আন্দোলনকে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার অনুমতি দেয়নি, বরং বিভিন্ন দলকে তারা সর্বত্র ক্লাব, সমিতি, ইউনিয়ন, এবং প্রেস অফিস স্থাপনেরও অনুমতি দিয়েছে। তিনি লিখেছেন ইসরায়েল ১৯৮০ সালে, ফাতাহ আন্দোলনকে একটি যুব আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়, যা রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে সক্রিয় ছিল। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত চ্যারিটেবল অ্যাসোসিয়েশনস ইন দ্য ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক অ্যান্ড গাজা স্ট্রিপ বইতে লেখক, আবদুল্লাহ আল-হুরানি বলেছেন যে ১৯৮৭ সালে প্রথম ইন্তিফাদা এর আগে গাজায় সংগঠনের সংখ্যা বেড়ে ৬২টিতে পৌঁছায়। যার মধ্যে ব্রাদারহুডের সংগঠন ছিল মাত্র ৪টি, যার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল ঃ ইসলামিক একাডেমি এবং ইসলামিক সোসাইটি। যা জমিয়তে ইসলামী বা জামায়াতে ইসলামী নামেও পরিচিত ছিল।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
24:01:2024
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

এক সপ্তাহ পরে সংসদের অধিবেশন, কে হচ্ছে বিরোধী দল?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের বিএনপি বিহীন সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনের থেকেই সংসদে বিরোধী দল কে হবে, এ নিয়ে নানা আলোচনা রয়েছে। বিএনপি বিহীন ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দুই শতাধিক আসন পেলেও আগের সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি পেয়েছে মাত্র ১১টি আসন। যেখানে স্বতন্ত্ররা মিলে পেয়েছেন ৬২ আসন। ফলে সংসদে বিরোধী দলের আসনে কে বসতে যাচ্ছে, তা এখনো পরিষ্কার হয়নি। তবে আসন সংখ্যা যাই হোক, বিগত দুটি সংসদের মতো দ্বাদশ সংসদে তাদেরকে বিরোধীদল করার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার বলেছেন, স্বতন্ত্রদের আসন যতই থাকুক, দল হিসেবে জাতীয় পার্টির আসন বেশি থাকায় তারাই হবেন বিরোধী দল। জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বিবিসি বাংলাকে বলেন, আমরা বিরোধী দলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছি, আসন কম হওয়ায় তাকিয়ে আছি স্পিকারের সিদ্ধান্তের ওপর।

ইয়েমেনে হুথিদের ওপর নতুন করে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য

নিউ ইয়র্ক ঃ ইয়েমেনে হুথিদের ওপর যৌথভাবে একটি নতুন সিরিজ বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ।
পেন্টাগন জানিয়েছে, সোমবারের এ হামলায় আটটি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়েছে। যার মধ্যে আছে একটি ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ সাইট এবং হুথিদের মিসাইল এবং নজরদারি সক্ষমতা স্থানও।
ইরান সমর্থিত হুথিরা লোহিত সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট দিয়ে চলাচলকারী ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের পণ্য পরিবহনকারী জাহাজগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।
যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, তারা মুক্ত বাণিজ্যের ধারা কে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।
একটি যৌথ বিবৃতিতে পেন্টাগন হুথিদের বিরুদ্ধে 'সংযোজিত ও প্রয়োজনীয় হামলা'র কথা নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, উত্তেজনা কমানো এবং লোহিত সাগরে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে আমাদের লক্ষ্য অটুট আছে। কিন্তু হুথি নেতৃত্বের প্রতি সতর্কতা পুনর্ব্যক্ত করতে চাই, ক্রমাগত হুমকির মুখে থাকা বিশ্বের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথে জীবন ও বাণিজ্যের অবাধ প্রবাহ রক্ষায় আমরা দ্বিধা করবো না।
এটা ইয়েমেনে হুথি লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্রের অষ্টম হামলা এবং গত ১১ই জানুয়ারি যুক্তরাজ্যের সাথে যে।থ হামলা শুরুর পর দ্বিতীয় যৌথ অভিযান।
যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই হামলায় অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা এবং নেদারল্যান্ডসের সমর্থন রয়েছে। সোমবারের হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসএস আইজেনআওয়ার যুদ্ধজাহাজ বহরের যুদ্ধবিমানগুলো ব্যবহার করা হয়েছে।
যুক্তরাজ্যের মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স (এমওডি) জানিয়েছে, এক জোড়া ভয়েজ ট্যাংকারের সহায়তায় চারটি আরএএফ টাইফুন যুদ্ধবিমান যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে।
অভিযান পরিচালনাকারী স্থানগুলো থেকে লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক পণ্যপরিবহনে ধারাবাহিক ও অগ্রহণযোগ্য আক্রমণ হয়ে আসছে বলে জানিয়েছে এমওডি।
যুক্তরাজ্যের স্ট্যান্ডার্ড প্রাকটিসের ধারা অব্যাহত রেখে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই হামলা পরিকল্পনা করা হয় যেন বেসামরিক নাগরিক মৃত্যুর এড়ানো যায়। এই ধরনের ঝুঁকি এড়াতে আগের হামলাগুলোতে আমাদের বিমানগুলো রাতে বোমা নিক্ষেপ করে, যোগ করেছে এমওডি।
ইউকে ডিফেন্স সেক্রেটারি গ্রান্ট শ্যাপস হুথিদের বিরুদ্ধে এই হামলাকে বাণিজ্য জাহাজগুলোতে 'অসহনীয় আক্রমণের' বিরুদ্ধে 'আত্মপ্রতিরক্ষা' বলে বর্ণনা করেছেন।
তিনি এক্স এ লিখেছেন, হুথিদের সক্ষমতা কমানোর লক্ষ্যে নেয়া এই পদক্ষেপ তাদের সীমিত মজুদ ও বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর হুমকির সক্ষমতায় আরেকটি বড় আঘাত।
এটা বুঝা যাচ্ছে যে নতুন এই হামলার বিষয়ে ইউকে কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়েল বা বিরোধী নেতা স্যার কাইর স্টার্মারকে আগেভাগে জানানো হয়নি। হুথিদের পরিচালিত আল মাজিরাহ টিভি জানিয়েছে, ইয়েমেনের সানা, তাইজ এবং বায়দা রাজ্যে হামলা হয়েছে যার মধ্যে রাজধানী সানার নিকটস্থ আল দায়লামি বিমানঘাঁটিও রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রথম দফার যে।থ বিমান ও মিসাইল হামলার দশদিন পরও হুথিদের বেপরোয়া মনোভাব অব্যাহত আছে।
ইয়েমেনের উপকূল অতিক্রমকারী জাহাজে তারা বিভিন্ন ধরনের নিক্ষেপণ অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে রাশিয়ান তেল বহনকারী একটি জাহাজ ভুলবশত লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
হুথিদের নিক্ষেপণ সাইটগুলোতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে হামলা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত নতুন অভিযান 'অপারেশন পসেইডন আর্চার'র অধীনে এখন নতুন লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা হচ্ছে।
পেন্টাগন বলেছে, উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত এমন মিসাইল এসব অভিযানে ধ্বংস করা হয়েছে । পশ্চিমা গোয়েন্দাদের সাম্প্রতিক হিসাব বলেছে, হুথিদের অন্তত ৩০ শতাংশ মিসাইলের মজুদ ধ্বংস বা ভূপাতিত হয়েছে।
যদিও ইরানের কাছে থেকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ পেয়ে আসা হুথি বিদ্রোহীরা এখনও ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের সাথে সম্পর্কিত পণ্য পরিবহনে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার দিকেই ঝুঁকে আছে।
তাদের এই অবস্থান ইয়েমেনে অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছে যেখানে তাদের কঠোর শাসনে অনেকে ক্রুদ্ধ।
ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান সমর্থিত 'এক্সিস অফ রেসিস্ট্যান্স' এর অংশ হিসেবে হামাসকে সমর্থনের কথা বলে হুথিরা আরব বিশ্বেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের আলাপচারিতার পর এই অভিযান পরিচালিত হলো।
আলাপচারিতার বিষয়ে হোয়াইট হাউজের তরফে বলা হয়েছে, লোহিত সাগরে বিভিন্ন বাণিজ্য জাহাজে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদের হামলার বিষয়ে আলোচনা করেছেন বাইডেন ও সুনাক। এ সময় তারা এ নৌপথে 'অবাধ জাহাজ চলাচল, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং অগ্রহণযোগ্য হামলা থেকে নাবিকদের রক্ষায়' নিজেদের অঙ্গীকার আবারও পুনর্ব্যক্ত করেন।
এতে আরো যোগ করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রী গাজার মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা ও বেসামরিক সুরক্ষা বাড়ানো এবং হামাসের হাতে জিম্মিদের মুক্ত করার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।
নভেম্বরে হুথিরা বাণিজ্য জাহাজে হামলা শুরু করে এই বলে যে তারা গাজায় ইসরায়েলের সামরিক স্থল অভিযানের জবাব দিচ্ছে।
তখন থেকে গ্রুপটি বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত পণ্য পরিহন রুট লোহিত সাগর অতিক্রমকারী বাণিজ্য ট্যাংকারগুলোতে ডজন কয়েক আক্রমণ চালিয়েছে। এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ১১ই জানুয়ারি থেকে হুথিদের কয়েক ডজন লক্ষ্যবস্তুতে বিমান হামলা করা শুরু করে।
এই অঞ্চলে হামলা থামানোর আলটিমেটাম হুথিরা উপেক্ষা করায় এই বিমান হামলা শুরু হয় যাতে সমর্থন আছে অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, নেদারল্যান্ড এবং কানাডার।

দুই বছরের জন্য 'স্টুডেন্ট ভিসা'র সীমা বেঁধে দিল কানাডার সরকার

টোরন্টো ঃ আগামী দুই বছরের জন্য বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার নতুন একটি নীতি ঘোষণা করেছে কানাডার সরকার। দেশটিতে আবাসন ও স্বাস্থ্য খাতের যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা সামলাতে শিক্ষার্থী ভিসা দেয়ার হার কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এর ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা অনুমোদনের হার প্রায় ৩৫ শতাংশ কমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দেশটির সরকারের হিসেবে অনুযায়ী, এক দশক আগে কানাডায় বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র দুই লাখ ১৪ হাজারের মত।
২০২২ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে আট লাখ ছাড়িয়েছে।
কানাডার কর্মকর্তারা বলছেন, নতুন পদক্ষেপের ফলে পুরো ব্যবস্থায় 'স্বচ্ছতা' তৈরি হবে।
কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার সোমবার নতুন নীতি ঘোষণা করে বলেছেন, কানাডাতে ২০২৪ সালে মাত্র তিন লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পাবে।
কানাডার বিভিন্ন রাজ্যকে তাদের জনসংখ্যা ও বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় নতুন করে কতজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে পারবেন, সেই কোটা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। এরপর প্রদেশগুলো সিদ্ধান্ত নেবে কীভাবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোতে তারা এই বরাদ্দের সমন্বয় করবে।
তবে কানাডা সরকারের নতুন এই নীতিটি কেবল দুই বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা বা স্নাতক পর্যায়ের প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
যারা বর্তমানে সেখানে পড়াশোনা করছেন, তাদেরকে স্টাডি পারমিট নতুন করে নবায়নের ক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব পড়বে না।
এছাড়া দেশটির সরকার এখন থেকে আর 'পাবলিকপ্রাইভেট পার্টনারশিপ' মডেলে চলা কলেজের স্নাতক পর্যায়ের বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাজের অনুমতি দেবে না।
কানাডার অন্টারিও প্রদেশেই সাধারণত এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি দেখা যায়।
কিছু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অল্পকিছু শিক্ষক ও কর্মী নিয়ে তাদের ক্যাম্পাস পরিচালনা করছে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষর্থী নেওয়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে উচ্চ টিউশন ফি গ্রহণ করছে। কোনোভাবেই এটি গ্রহণযোগ্য নয় বলেন কানাডার অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার।
তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, নতুন এই পদক্ষেপ মোটেই বিদেশি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নয়।
এর ফলে বরং ভবিষ্যতে যারা অন্য দেশ থেকে কানাডাতে পড়তে আসবে, তারা আরও ভালো মানের শিক্ষা ও পরিবেশ পাবে।
কেন এই সিদ্ধান্ত?
ট্রুডো সরকার এমন একটি সময়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, যখন তার সরকার উচ্চমূল্যের আবাসন সমস্যা মোকাবেলার ব্যবস্থা নিতে চাপের মুখে রয়েছে।
কানাডায় একটি বাড়ির দাম এখন গড়ে সাত লাখ ৫০ হাজার কানাডিয়ান ডলার। এছাড়া গত দুই বছরে দেশটিতে প্রায় ২২ শতাংশ বাড়িভাড়া বেড়েছে। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পেছনে দেশটির অভিবাসী সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের কেউ কেউ। তারা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে কানাডাতে যেভাবে অভিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে, সে অনুপাতে গৃহ নির্মাণ বাড়েনি। ফলে বাসাভাড়া এবং বাড়ির দাম, উভয়ই বেড়ে গেছে।
২০২২ সালে কানাডার ইতিহাসে প্রথমবার মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দশ লাখেরও বেশি মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বড় অংশই অভিবাসী।
ফলে দেশটির মোট জনসংখ্যা এখন চার কোটিতে গিয়ে ঠেকেছে, যেটি আরও একটি রেকর্ড।
কানাডার জাতীয় আবাসন সংস্থা 'কানাডা মর্টগেজ অ্যান্ড হাউজিং কর্পোরেশন বলছে, বাড়ির দাম এবং বাড়ি ভাড়া সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের মধ্যে আনতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটিতে আরও প্রায় ৩৫ লাখ ঘর নির্মাণের প্রযোজন হবে।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও আরও একটি বিষয়কে বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন। সেটি হচ্ছে, উচ্চ সুদহার।
তারা বলছেন, ব্যাংক ঋণে উচ্চ সুদহারের কারণে মানুষের মধ্যে নতুন বাড়ি তৈরির প্রবণতা কমে গেছে। অথচ জনসংখ্যা ঠিকই বেড়েছে। ফলে আবাসন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসাভাড়া বেড়ে গেছে। মূলত ঃকোভিড১৯ মহামারির সময় থেকেই মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজারের সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে কানাডায় গৃহ নির্মাণ সামগ্রীর দাম ক্রমেই বাড়তে দেখা যাচ্ছে। গৃহীত নতুন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশটির নীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে চলেছে।
কারণে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং চাকরির শূন্যপদ পূরণে অভিবাসন নীতিকে উন্মুক্ত করেছিল কানাডা সরকার।
বিশ্ববিদ্যালয় গুলো কী বলছে?
অভিবাসনমন্ত্রী মার্ক মিলার এর আগেও বিদেশি শিক্ষার্থীদের কানাডায় পড়তে আসার সুযোগ সীমিত করার ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।
তখন বিষয়টি নিয়ে কানাডার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছিল। তবে মি. মিলারের সোমবারের ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় দেখা যাচ্ছে, কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একে স্বাগত জানাচ্ছে।
দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংগঠন 'ইউনিভার্সিটিস কানাডা' বলেছে যে, তারা সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে। কারণ এই নীতি স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদেরকে প্রভাবিত করছে না। তবে নতুন নীতিটি ইতিমধ্যেই চাপে থাকা ব্যবস্থাকে আরও চাপের মুখে ফেলতে পারে বলে কিছুটা উদ্বেগও প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এটিও বলছে যে, এটি উদ্বেগজনক যে সরকারের কিছু পদক্ষেপ বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে কানাডায় আসতে বাধা দিবে।
এর ফলে তাদের অনেকেই গন্তব্য পরিবর্তন করে অন্য দেশগুলোতে পড়াশোনা করার সিদ্ধান্ত নিবে। গত সপ্তাহে টরন্টোর খুব কাছের হ্যামিল্টনের ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড ফারার বলেছিলেন যে, তার কাছে নতুন নীতির অর্থ হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। আমরা যদি আমাদের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের হারিয়ে ফেলি, তাহলে শিক্ষার পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ততটা ধনী হতে পারবো না, দেশটির সরকারি গণমাধ্যম সিবিসিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেন মি. ফারার। নতুন এই নীতির কারণে কানাডার স্থানীয় অনেক শিক্ষার্থীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করছেন মি. ফারার। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, বিদেশি শিক্ষার্থীদের দেওয়া টিউশন ফি অনেকক্ষেত্রে কানাডার স্থানীয় কিছু শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার খরচ মেটাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

শেখ হাসিনার নতুন সরকারকে পশ্চিমাদের 'অভিনন্দন' কীসের ইঙ্গিত?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের 'গ্রহণযোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ। অথচ সেই দেশগুলোই পরে নতুন সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে বলে বলছে সরকার। পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাছান মাহমুদ জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে টানা চতুর্থবারের মতো গঠিত সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইইউসহ সব রাষ্ট্রদূত অভিনন্দন জানিয়েছেন। যদিও ওইসব দেশের রাষ্ট্রদূত বা প্রতিনিধিরা 'অভিনন্দন' জানানোর বিষয়ে কিছু বলেননি। সবশেষ এ মাসের ১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তবে নির্বাচনের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপিয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ বেশ কয়েকটি দেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মানদণ্ড' মেনে অনুষ্ঠিত হয়নি' বলে বিবৃতি দিয়েছিল। তাহলে যে 'অভিনন্দন' জানানো হচ্ছে সরকারকে, তা ঠিক কী বার্তা বহন করছে? যদিও বিশ্লেষকদের অনেকেই একে নিছক 'কূটনৈতিক শিষ্টাচারের অংশ' হিসেবেই দেখছেন।
সরকারকে অভিনন্দন জানানোর কারণে নির্বাচন নিয়ে দেশগুলোর পর্যবেক্ষণ বা অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসবে বলেও মনে করেন না তারা। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা এবং শ্রমনীতিকে ঘিরে তৈরি হওয়া উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে, বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচন নিয়ে গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকেই বেশ সরব দেখা যাচ্ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে। সব দলের অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়ে আসছিল তারা।